অধ্যায় ০৭

শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক পরিবেশ

Children's Development & Family Environment

এ অধ্যায়ে অনন্য সংযোজন

এক নজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ | প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ | টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর | বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর | যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ মা-বাবার সাথে শিশুর বন্ধন ▸ শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব ▸ শিশু পরিচালনার নীতি।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচনা করে। এসময়ে দ্রুতগতিতে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এসময়ের জন্য প্রয়োজন হয় শারীরিক যত্ন এবং পরিবারের বা তার চারপাশের ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, উষ্ণ সাড়া যা তাকে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। যে শিশু জীবনের প্রথম বছরগুলোতে তার বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ পায়, সেই শিশু অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, সামাজিক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তার সামাজিক দক্ষতা, ভাষার দক্ষতা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিকাশ ঘটে, যা পরবর্তী জীবনে তাকে সুখী ও সুন্দর থাকতে সহায়তা করে। সকল পরিবারই তাদের শিশুদের ভালোবাসে। কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যে শিশু প্রতিপালন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা আছে বা কীভাবে তাকে সহায়ক পরিবেশ দিতে হবে– এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা থাকে না। আমরা অনেকেই জানি না যে, শিশুর সাথে খেলা ও ভাব বিনিময় শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক নজরে অধ্যায় সূচি — অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---- পৃষ্ঠা ১৬৮
  - ছকচিত্রে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ১৬৮
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ১৬৮
  - টপিক বিশ্লেষণ : বোর্ড মার্কের মাধ্যমে টপিকের গুরুত্ব নির্ধারণ ---- পৃষ্ঠা ১৬৮
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---- পৃষ্ঠা ১৬৯
  - সুপার কুইজ ---- পৃষ্ঠা ১৬৯
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৭০
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৭৩
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৭৬
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৭৯
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৭৯
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৮০
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৮৩
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৮৭
  - অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান ---- পৃষ্ঠা ১৯০
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---- পৃষ্ঠা ১৯১
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) ---- পৃষ্ঠা ১৯২

PART 01 বিশ্লেষণ Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ — সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায় থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৭–২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে অধ্যায়টি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	১	–	১	–	১	–	১	১	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–
২০২৩	–	–	–	১	–	১	–	১	–	১	–	–	–	১	–	১	–	–
২০২২	৩	১	৩	–	৩	–	৩	১	৩	–	৩	১	৩	–	৩	–	৩	–
২০২০	২	১	২	–	২	১	২	১	২	–	২	১	২	–	২	–	২	–
২০১৯	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	–	–
২০১৮	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	–	–
২০১৭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
মোট	১০	৩	১০	২	১০	৩	১০	৫	১০	২	১০	৩	১০	২	১০	২	৬	০

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

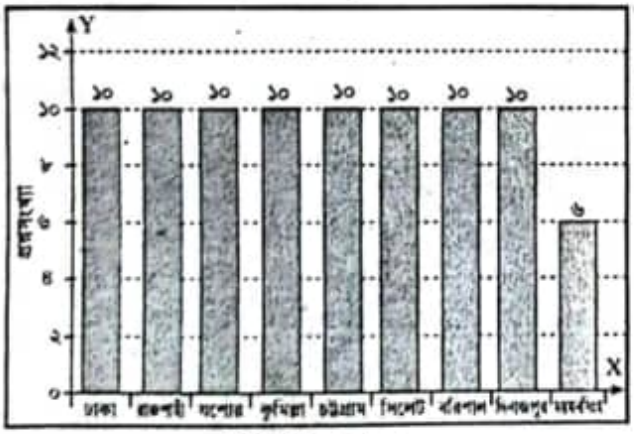

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

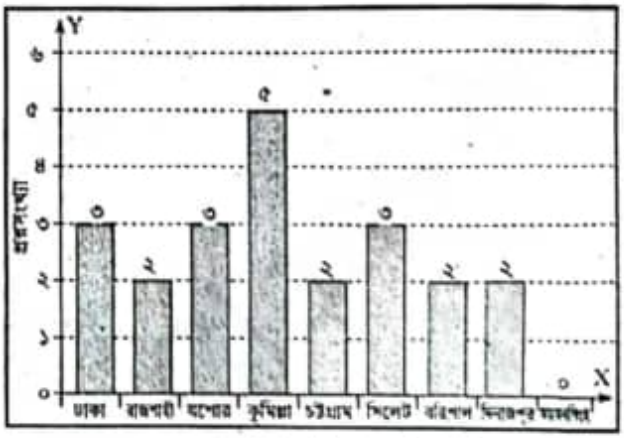

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

টপিক বিশ্লেষণ (Topic Analysis) — বোর্ড মার্কের মাধ্যমে টপিক/ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নির্ধারণ

টপিক/অনুচ্ছেদ	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
মা-বাবার সাথে শিশুর বন্ধন	ঢা. বো. '২০; য. বো. '২০; কু. বো. '২০; সি. বো. '২০	3D
শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব	ঢা. বো. '২২; কু. বো. '২২; সি. বো. '২২; সকল বোর্ড '১৭	7D
শিশু পরিচালনার নীতি	[ঢা. বো. '২২, '২০; রা. বো. '২৩; য. বো. '২৩, '২০; কু. বো. ২৪, '২৩, '২২, '২০; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২২, '২০; ব. বো. '২৩; দি. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৮]	7D

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য
১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং
টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায়
অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

পাঠ ১ : মা-বাবার সাথে শিশুর বন্ধন ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬০

১। একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের মূলভিত্তি তৈরি কত বছরে? উ: পাঁচ বছরে
২। শিশুর শারীরিক পরিবর্তনের সময় কিসের প্রয়োজন হয়? উ: যত্নের
৩। শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে মায়ের শ্রেষ্ঠ অবদান কী? উ: বুকের দুধ খাওয়ানো
৪। 'বন্ধন' শব্দটি কী অর্থে প্রয়োগ হয়? উ: সম্পর্ক
৫। জন্মের কতক্ষণের মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে? উ: এক ঘণ্টার মধ্যে
৬। নবজাতককে মায়ের পেটের কাছে রাখা হয় কেন? উ: উষ্ণ রাখতে
৭। মায়ের দুধ শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? উ: সুস্থতার জন্য
৮। কোনটি শিশুর পরিপাচক অঙ্গসমূহকে উদ্দীপিত করে? উ: শাল দুধ
৯। অতি শৈশবে শিশু কয়টি কারণে কাঁদে? উ: দুটি কারণে
১০। কত দিন শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে? উ: প্রথম ছয় মাস
১১। ভাষা বিকাশের আগে শিশুরা চাহিদা পূরণ করে কীভাবে? উ: কান্না করে
১২। ঘুমের মধ্যে মা শিশুর চাহিদা বুঝতে পারেন কীভাবে? উ: শিশুর পাশে ঘুমালে
১৩। অক্সিটোসিন কী? উ: হরমোন
১৪। শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে কোনটি? উ: শালদুধ
১৫। শিশু পরিচালনার নীতি অনুযায়ী ৩টি 'স' দিয়ে শিশুর কোন চাহিদাকে নির্দেশ করে? উ: মানসিক
১৬। কোনটি শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে? উ: শাল দুধ
১৭। শিশুর শরীর থেকে জন্ডিস সৃষ্টিকারী জীবাণু বের হতে সাহায্য করে কোনটি? উ: প্রথম মল
১৮। কোনটি শিশুদের ক্ষমতা ও সাফল্যের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে দেয়? উ: প্রশংসা
১৯। শিশুর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশে করণীয় কী? উ: শিশুর সাথে খেলা করা
২০। কার মৃত্যুতে সন্তান দিশেহারা হয়ে যায়? উ: মায়ের
২১। শিশুরা সারা দিনের কর্মকাণ্ড কখন বলতে পছন্দ করে? উ: ঘুমের আগে

পাঠ ২ ও ৩ : শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৩

২২। শিশু ভয় পেলে কার কোলে আশ্রয় নেয়? উ: মায়ের কোলে
২৩। শিশুর ইতিবাচক বিকাশে কার ভূমিকা বেশি? উ: মা
২৪। সুখী মা-বাবার সন্তানেরা কেমন হয়? উ: সুখী হয়
২৫। শিশু নিরাপদবোধ করে কার সান্নিধ্যে? উ: মা-বাবার সান্নিধ্যে
২৬। মা-বাবার শিশু প্রতিপালনে মনোযোগ নষ্ট হওয়ার কারণ কী? উ: সুসম্পর্কের অভাব
২৭। মা-বাবা ছাড়া শিশুর আর কার সান্নিধ্যের প্রয়োজন? উ: ভাই-বোনের
২৮। যৌথ পরিবার কেমন পরিবার? উ: বড় পরিবার
২৯। শিশুকে লালন-পালনের দায়িত্ব কার ওপর থাকে? উ: পরিবারের ওপর
৩০। শিশুর জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয় কীভাবে? উ: বাবার মৃত্যুতে
৩১। সাধারণত পরিবারে উপার্জন করেন কে? উ: বাবা
৩২। মা-বাবা অসুস্থ হলে শিশুরা ভীত হয়ে পড়ে কেন? উ: মা-বাবাকে হারানোর ভয়ে
৩৩। পরিবার ভাঙনের অন্যতম কারণ কী? উ: দ্বিতীয় বিয়ে
৩৪। বড়দের ইতিবাচক উক্তি শিশুদের কেমন করে তোলে? উ: আস্থাশীল
৩৫। শিশুর অন্ত্র থেকে দ্রুত মিকোনিয়াম পরিষ্কার হলে কোন রোগের জীবাণু বের হয়ে যায়? উ: জন্ডিস

পাঠ ৪ : শিশুর পরিচালনার নীতি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৬

৩৬। শিশুর জন্ম মুহূর্তকে বিজ্ঞানীরা কিসের সাথে তুলনা করেছেন? উ: সাদা কাগজের সাথে
৩৭। শিশু পরিচালনার নীতি জানার উদ্দেশ্য কী? উ: শিশুকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা
৩৮। শিশু পরিচালনার নীতি কয়টি? উ: সাতটি
৩৯। শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা কার কাজ? উ: পরিবারের কাজ
৪০। 'অনুকরণ' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? উ: অন্যের দেখাদেখি কাজ করা
৪১। শিশুর সামনে কেমন আচরণ করতে হবে? উ: ভালো আচরণ
৪২। কী করলে শিশুদের ক্ষমতা বাড়ে? উ: প্রশংসা করা
৪৩। শিশুর মিকোনিয়াম কী? উ: প্রথম মল
৪৪। শিশুর জন্য হ্যাঁ বলার অর্থ কী? উ: শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা
৪৫। তিনটি 'স' দিয়ে শিশুর কোন চাহিদাকে বোঝানো হয়? উ: মানসিক
৪৬। শিশুর কাজের আত্মবিশ্বাস বাড়ে কীভাবে? উ: ভালো দিক তুলে ধরলে
৪৭। শিশুর ভালো গুণাবলি খোঁজার উদ্দেশ্য কী? উ: প্রশংসা
৪৮। শাস্তি কয় ধরনের? উ: দু ধরনের
৪৯। শিশুকে নিয়ে বকাবকি করা কী ধরনের শাস্তি? উ: মানসিক শাস্তি
৫০। শিশুকে শাস্তি দিলে কী হয়? উ: আত্মবিশ্বাস কমে
৫১। শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনার জন্য কী বলতে হবে? উ: হ্যাঁ
৫২। শিশুর সাথে কথা বলতে হবে কীভাবে? উ: সহজ ভাষায়
৫৩। সকলে কেমন শিশুকে সাদরে গ্রহণ করে? উ: সুন্দর শিশুকে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. অক্সিটোসিন কী?
(ক) কোষ (খ) হরমোন
(গ) এন্টিবডি (ঘ) শিশুর প্রথম মল

২. বাবার দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় ছেলেমেয়েরা–
i. স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে না
ii. ভীত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে
iii. স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
চায়না যৌথ পরিবারের গৃহিণী। সংসারের বেশিরভাগ কাজ তাকেই সামলাতে হয়। কাজ শেষে তিনি প্রায়ই দেখতে পান তার সাত মাস বয়সী শিশুটি জেজা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে।

৩. চায়নার সন্তানের মাঝে কীরূপ অনুভূতির সৃষ্টি হবে?
(ক) সন্তুষ্টি
(খ) অনাস্থা
(গ) সহানুভূতি
(ঘ) নিরাপত্তাবোধ

৪. পরবর্তী সময়ে চায়নার শিশুটি–
i. প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হবে
ii. হতাশাগ্রস্তভাবে বেড়ে উঠবে
iii. আচরণগত সমস্যায় ভুগবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

৫. শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে কোনটি? [সকল বোর্ড '২৪, '২০]
(ক) বিসিজি (খ) পোলিও
(গ) হাম (ঘ) শালদুধ

৬. বিদ্যালয়ের শ্রেণিতে মনীষীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা– শিশু পরিচালনার কোন নীতিকে নির্দেশ করে? [সকল বোর্ড '২২]
(ক) শিশুর জন্য হ্যাঁ বলা
(খ) শিশুকে শাস্তি না দেওয়া
(গ) শিশুর প্রশংসা করা
(ঘ) শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করা

৭. শালদুধের অপর নাম কী? [সকল বোর্ড '২২]
(ক) মিকোনিয়াম (খ) কলোস্ট্রাম
(গ) ইমিউনোলোজিক্যাল (ঘ) অক্সিটোসিন

৮. শিশু পরিচালনার নীতি অনুযায়ী ৩টি 'স' দিয়ে শিশুর কোন চাহিদাকে নির্দেশ করে? [সকল বোর্ড '২২]
(ক) শারীরিক (খ) মানসিক
(গ) নৈতিক (ঘ) সামাজিক

৯. কোনটি শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে? [সকল বোর্ড ২০২০]
(ক) মধু (খ) শাল দুধ
(গ) গরুর দুধ (ঘ) টি টি টিকা

১০. শিশুর শরীর থেকে জঙ্গিস সৃষ্টিকারী জীবাণু বের হতে সাহায্য করে কোনটি? [সকল বোর্ড ২০২০]
(ক) টিকা (খ) হরমোন
(গ) কলোস্ট্রাম (ঘ) প্রথম মল

১১. কোনটি শিশুদের ক্ষমতা ও সাফল্যের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে দেয়? [সকল বোর্ড '১৯; '১৫]
(ক) স্নেহ (খ) ধৈর্য
(গ) প্রশংসা (ঘ) পরিশ্রম

১২. শিশুর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশে করণীয় কী? [সকল বোর্ড '১৮]
(ক) শিশুকে খেলনা দিয়ে ব্যস্ত রাখা
(খ) শিশুকে ভয়ভীতি প্রদর্শন
(গ) শিশুর সাথে খেলা করা
(ঘ) অতিরিক্ত স্নেহ করা

১৩. মিসেস রুনা তার শিশু জন্মের পরপরই 'X' নামক এক ধরনের খাবার খেতে দেন। এখানে 'X' খাবারটি কী হতে পারে? [সকল বোর্ড '১৮]
(ক) গুঁড়া দুধ (খ) মধু
(গ) পানি (ঘ) শালদুধ

১৪. কার মৃত্যুতে সন্তান নিশ্চেহারা হয়ে যায়? [সকল বোর্ড '১৮]
(ক) বাবার (খ) মায়ের
(গ) ভাইয়ের (ঘ) বোনের

১৫. শিশুর সাথে বন্ধন তৈরির পদক্ষেপ হলো— [সকল বোর্ড '১৮]
i. শিশুকে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ দেওয়া
ii. আলাদা বিছানায় ঘুমানো
iii. শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. শিশু মায়ের স্তন মুখে নিয়ে চোষার সময় মায়ের শরীর থেকে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নির্গত হয়। এতে মা– [সকল বোর্ড '১৮]
i. শান্ত থাকেন
ii. অবসাদ মুক্তবোধ করেন
iii. শিশুর সাথে মায়ের ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী রিয়া হাসি-খুশি মেয়ে। তার বাবা-মায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকায় হঠাৎ করে সে বদলে যায়। এক সময় সে আত্মহননের চেষ্টা করে। [সকল বোর্ড '১৮]

১৭. তার বদলে যাওয়ার কারণ কী?
(ক) শারীরিক পরিবর্তন (খ) মা-বাবার বিচ্ছেদ
(গ) বিষণ্ণতা (ঘ) অসুস্থতা

১৮. রিয়ার আচরণগত পরিবর্তনের যথার্থ কারণ হলো–
i. পারিবারিক বিপর্যয়
ii. অতিরিক্ত শাসন
iii. অতিরিক্ত মানসিক চাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

১৯. বড়দের ইতিবাচক উক্তি শিশুদের কেমন করে তোলে? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
(ক) আস্থাশীল (খ) আগ্রহী
ক (গ) আনন্দিত (ঘ) উৎসাহী

২০. শিশুর অন্ত্র থেকে মুক্ত মিকোনিয়াম পরিষ্কার হলে কোন রোগের জীবাণু বের হয়ে যায়? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) টাইফয়েড (খ) ম্যালেরিয়া
গ (গ) জন্ডিস (ঘ) হাম

২১. শিশু পরিচালনার নীতি কয়টি? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) পাঁচটি (খ) ছয়টি
গ (গ) সাতটি (ঘ) আটটি

২২. শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা— [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) মায়ের কাজ (খ) সমাজের কাজ
গ (গ) পরিবারের কাজ (ঘ) ধর্মের কাজ

২৩. শিশুর মিকোনিয়াম কী? [নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
(ক) টীকা (খ) ভ্যাকসিন
গ (গ) প্রথম মল (ঘ) হরমোন

২৪. শিশুর জন্য হ্যাঁ বলার অর্থ কী? [আল-আমীন জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
(ক) শিশু যা চায় তা দেওয়া
(খ) শিশুকে সবসময় আদর করা
(গ) শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা
গ (ঘ) শিশুকে প্রশ্রয় দেওয়া

২৫. তিনটি 'শ' দিয়ে শিশুর কোন চাহিদাকে বোঝানো হয়? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) মানসিক (খ) সামাজিক
ক (গ) অর্থনৈতিক (ঘ) শারীরিক

২৬. মায়ের দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় ছেলেমেয়েরা— [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
i. স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে না
ii. ভীত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে
iii. স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭. বাবা-মা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেন। এতে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে— [চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. বিকাশমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা
ii. সামাজিক দক্ষতা অর্জন
iii. নৈতিক বিকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
গ (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮. শিশুর কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা হলে— [সেন্ট স্কলাস্টিকাস গার্লস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম]
i. শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ে
ii. শিশু বিরক্ত হয়
iii. নিজ সম্পর্কে ভালো ধারণা তৈরি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
খ (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. রামিশা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ছয় মাস আগে তার বাবা-মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। উক্ত বিপর্যয় রামিশার মধ্যে সৃষ্টি করেছে— [আল-আমীন জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
i. হতাশা
ii. উৎসাহ
iii. পড়াশোনায় অমনোযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. শিশুকে 'হ্যাঁ' বলার অর্থ হলো— [আল-আমীন জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
i. ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা
ii. নেতিবাচক নির্দেশনা না দেওয়া
iii. সকল কাজের অনুমতি দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) ii ও iii (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ-১ : মা-বাবার সাথে শিশুর বন্ধন ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৬০

৩১. একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের মূলভিত্তি রচনা করে কত বছরে?
(ক) ২ বছরে (খ) তিন বছরে
ঘ (গ) চার বছরে (ঘ) পাঁচ বছরে

৩২. শিশুর শারীরিক পরিবর্তনের সময় কিসের প্রয়োজন হয়?
(ক) যত্নের (খ) অযত্নের
ক (গ) অসুস্থতার (ঘ) পরিচর্যাহীনতার

৩৩. একটি শিশুর অন্যের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হওয়ার কারণ হলো—
(ক) বিকাশে বাধা পেলে (খ) বিকাশ কম হলে
গ (গ) বিকাশে সহায়তা পেলে (ঘ) বিকাশ অপূর্ণ হলে

৩৪. শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছেন M। এখানে M এর সাথে কার সাদৃশ্য রয়েছে?
(ক) বাবা (খ) মা
খ (গ) চাচা (ঘ) চাচি

৩৫. শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে মায়ের শ্রেষ্ঠ অবদান হলো—
(ক) ভাত খাওয়ানো (খ) ওষুধ খাওয়ানো
ঘ (গ) পানি পান করানো (ঘ) বুকের দুধ খাওয়ানো

৩৬. 'বন্ধন' শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ হয়—
(ক) সম্পর্ক (খ) স্নেহ
ক (গ) ভালোবাসা (ঘ) ঘৃণা

৩৭. বহু সংস্কৃতিতে মূল্যবান জিনিস কোনটি?
(ক) সোনা (খ) রুপা
ক (গ) ব্রোঞ্জ (ঘ) তামা

৩৮. জন্মের কতক্ষণের মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে?
(ক) আধ ঘণ্টার মধ্যে (খ) এক ঘণ্টার মধ্যে
খ (গ) দুই ঘণ্টার মধ্যে (ঘ) তিন ঘণ্টার মধ্যে

৩৯. নবজাতককে মায়ের পেটের কাছে রাখা হয় কেন?
(ক) ঠান্ডা রাখতে (খ) গরম রাখতে
গ (গ) উষ্ণ রাখতে (ঘ) শুষ্ক রাখতে

৪০. মায়ের দুধ শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?
(ক) সুস্থতার জন্য (খ) অসুস্থতার জন্য
ক (গ) বিকাশ রোধের জন্য (ঘ) বর্ধন রোধের জন্য

৪১. শিশুর পরিপাচক অঙ্গসমূহকে উদ্দীপিত করে—
(ক) গরুর দুধ (খ) ছাগলের দুধ
গ (গ) শাল দুধ (ঘ) গরম দুধ

৪২. অতি শৈশবে শিশু কয়টি কারণে কাঁদে?
(ক) দুটি কারণে (খ) তিনটি কারণে
ক (গ) চারটি কারণে (ঘ) পাঁচটি কারণে

৪৩. শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে—
(ক) প্রথম তিন মাস (খ) প্রথম চার মাস
ঘ (গ) প্রথম পাঁচ মাস (ঘ) প্রথম ছয় মাস

৪৪. ভাষা বিকাশের আগে শিশুরা চাহিদা পূরণ করে কীভাবে?
(ক) হেসে হেসে (খ) কান্না করে
(গ) শব্দ করে (ঘ) হাত-পা ছুড়ে

৪৫. ঘুমের মধ্যে মা শিশুর চাহিদা বুঝতে পারেন কীভাবে?
(ক) শিশুর পাশে ঘুমালে (খ) শিশু থেকে দূরে ঘুমালে
(গ) শিশুকে দুধ খাওয়ালে (ঘ) শিশুকে ভাত খাওয়ালে

৪৬. শিশুরা সারা দিনের কর্মকান্ড কখন বলতে পছন্দ করে?
(ক) সকালে (খ) দুপুরে
(গ) ঘুমের পরে (ঘ) ঘুমের আগে

পাঠ-২ ও ৩ : শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৬৩

৪৭. শিশু ভয় পেলে কার কোলে আশ্রয় নেয়?
(ক) বাবার কোলে (খ) চাচার কোলে
(গ) মায়ের কোলে (ঘ) চাচির কোলে

৪৮. শিশুর ইতিবাচক বিকাশে ভূমিকা রাখে চাচির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এখানে চাচির সাথে কার মিল রয়েছে?
(ক) মা (খ) বাবা
(গ) খালা (ঘ) ফুফু

৪৯. সুখী মা-বাবার সন্তানেরা–
(ক) দুঃখী হয় (খ) সুখী হয়
(গ) সাহসী হয় (ঘ) ভীতু হয়

৫০. শিশু নিরাপদবোধ করে–
(ক) দাদার সান্নিধ্যে (খ) দাদির সান্নিধ্যে
(গ) চাচির সান্নিধ্যে (ঘ) মা-বাবার সান্নিধ্যে

৫১. মা-বাবার শিশু প্রতিপালনের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার কারণ হলো—
(ক) সুসম্পর্কের অভাব (খ) অতিরিক্ত সুসম্পর্ক
(গ) কুসম্পর্কের অভাব (ঘ) সবার সাথে সম্পর্ক থাকলে

৫২. মা-বাবা ছাড়া শিশুর আর কার সান্নিধ্যের প্রয়োজন?
(ক) প্রতিবেশীর (খ) আত্মীয়স্বজনের
(গ) ভাই-বোনের (ঘ) অপরিচিত মানুষের

৫৩. X পরিবারে অনেক সদস্য থাকে। এখানে X এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে—
(ক) একক পরিবারের (খ) যৌথ পরিবারের
(গ) ছোট পরিবারের (ঘ) সকল পরিবারের

৫৪. যৌথ পরিবার বলতে যা বোঝায়–
(ক) একক পরিবার (খ) ছোট পরিবার
(গ) মধ্যম পরিবার (ঘ) বড় পরিবার

৫৫. শিশুকে লালন-পালনের গুরুত্ব থাকে—
(ক) পরিবারের ওপর (খ) সমাজের ওপর
(গ) রাষ্ট্রের ওপর (ঘ) সকলের ওপর

৫৬. শিশুর জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয় কীভাবে?
(ক) বাবার মৃত্যুতে (খ) চাচার মৃত্যুতে
(গ) দাদার মৃত্যুতে (ঘ) নানার মৃত্যুতে

৫৭. সাধারণত পরিবারে উপার্জন করেন কে?
(ক) মা (খ) বাবা
(গ) ভাই (ঘ) বোন

৫৮. পরিবারে আর্থিক সংকট হওয়ার কারণ হলো–
(ক) দাদার মৃত্যু (খ) চাচার মৃত্যু
(গ) মামার মৃত্যু (ঘ) বাবার মৃত্যু

৫৯. মা-বাবা অসুস্থ হলে শিশুরা ভীতু হয়ে পড়ে কেন?
(ক) অসুস্থতার ভয়ে (খ) সুস্থতার ভয়ে
(গ) রোগ বৃদ্ধির ভয়ে (ঘ) মা-বাবাকে হারানোর ভয়ে

৬০. পরিবার ভাঙনের অন্যতম কারণ হলো–
(ক) মা-বাবার মতের মিল (খ) মা-বাবার সমঝোতা
(গ) মা-বাবার সুসম্পর্ক (ঘ) দ্বিতীয় বিয়ে

পাঠ-৪ : শিশু পরিচালনার নীতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৬৬

৬১. শিশুর জন্ম মুহূর্তকে বিজ্ঞানীরা কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
(ক) সাদা কাগজের সাথে (খ) লাল কাগজের সাথে
(গ) গোলাপি কাগজের সাথে (ঘ) বেগুনি কাগজের সাথে

৬২. শিশুরা কাদামাটির মতো। বাকাটিতে বোঝানো হয়েছে–
(ক) শিশুর চঞ্চলতা (খ) শিশুর অলসতা
(গ) শিশুর সরলতা (ঘ) শিশুর আবেগ

৬৩. শিশু পরিচালনার নীতি জানার উদ্দেশ্য হলো–
(ক) শিশুকে বড় করতে (খ) শিশুকে গড়ে তুলতে
(গ) শিশুকে সুস্থ রাখতে (ঘ) শিশুকে সুন্দর রাখতে

৬৪. 'অনুকরণ' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়–
(ক) নিজের মতো কাজ করা (খ) ধীরে ধীরে কাজ করা
(গ) দ্রুত কাজ করা (ঘ) অন্যের দেখাদেখি কাজ করা

৬৫. শিশুর সামনে কেমন আচরণ করতে হবে?
(ক) ভালো আচরণ (খ) মন্দ আচরণ
(গ) বেঠিক আচরণ (ঘ) উচ্ছৃঙ্খল আচরণ

৬৬. শিশুদের ক্ষমতা বাড়ায়–
(ক) সত্য কথা (খ) সৎ আচরণ
(গ) প্রশ্ন করা (ঘ) প্রশংসা করা

৬৭. শিশুর কাজের আত্মবিশ্বাস বাড়ে কীভাবে?
(ক) মন্দ দিক তুলে ধরলে (খ) ভালো দিক তুলে ধরলে
(গ) সহজ দিক তুলে ধরলে (ঘ) কঠিন দিক তুলে ধরলে

৬৮. শিশুর ভালো গুণাবলি খোঁজার উদ্দেশ্য হলো–
(ক) প্রশংসা করতে (খ) দুর্নাম করতে
(গ) দোষ ধরতে (ঘ) আনন্দ দিতে

৬৯. শাস্তি কয় ধরনের?
(ক) এক ধরনের (খ) দু ধরনের
(গ) তিন ধরনের (ঘ) চার ধরনের

৭০. শিশুকে নিয়ে বকাবকি করা হলো–
(ক) কঠিন শাস্তি (খ) সহজ শাস্তি
(গ) শারীরিক শাস্তি (ঘ) মানসিক শাস্তি

৭১. শিশুকে শাস্তি দিলে যা হয়–
(ক) আত্মবিশ্বাস কমে (খ) আত্মবিশ্বাস বাড়ে
(গ) বিশ্বাস কমে (ঘ) বিশ্বাস বাড়ে

৭২. শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনার জন্য বলতে হবে–
(ক) বেঠিক (খ) না
(গ) হ্যাঁ (ঘ) কিছু বলতে হবে না

৭৩. শিশুর সাথে কথা বলতে হবে যেভাবে–
(ক) সহজ ভাষায় (খ) কঠিন ভাষায়
(গ) কর্কশ ভাষায় (ঘ) উঁচু গলায়

৭৪. সকলে সাদরে গ্রহণ করে–
(ক) অসুন্দর শিশুকে (খ) কালো শিশুকে
(গ) সুন্দর শিশুকে (ঘ) নোংরা শিশুকে

৭৫. বাংলায় সুখের কয়টি 'স' দিয়ে বোঝানো হয়?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭৬. চারাগাছ জন্মানোর পর গাছটির বেঁচে থাকা নির্ভর করে—
i. যত্নের ওপর
ii. পরিচর্যার ওপর
iii. অবহেলার ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭৭. শিশুর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে–
i. শিশুর সাথে খেলা করা
ii. শিশুর সাথে রাগ করা
iii. শিশুর সাথে ভাব বিনিময় করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭৮. মায়ের দুধ শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ–
i. সুস্থ থাকতে
ii. অসুস্থ থাকতে
iii. বেঁচে থাকতে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭৯. শিশুর কান্না করার উদ্দেশ্য হলো—
i. ক্ষুধার কারণে
ii. অসুবিধার কারণে
iii. সুবিধার কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii
উত্তর: ক

৮০. শিশু নিরাপত্তা পায়—
i. ভাইয়ের সান্নিধ্যে
ii. বোনের সান্নিধ্যে
iii. মা-বাবার সান্নিধ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

৮১. প্রতিটি শিশুর প্রয়োজনীয় বিষয়—
i. আদর
ii. ভালোবাসা
iii. নিরাপত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

৮২. পরিবারে শিশুর বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়—
i. বাবার মৃত্যুতে
ii. মায়ের মৃত্যুতে
iii. দাদার মৃত্যুতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii
উত্তর: ক

৮৩. পারিবারিক ভাঙনের অন্যতম কারণ—
i. স্বামী-স্ত্রীর মতের অমিল
ii. স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতার অভাব
iii. দ্বিতীয় বিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

৮৪. প্রশংসা শিশুদের যেসব উপকার করে—
i. ক্ষমতা বাড়ায়
ii. প্রতিহিংসার জন্ম দেয়
iii. অভিজ্ঞতা বাড়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii
উত্তর: খ

৮৫. বাংলায় সুখের ৩টি 'স' হচ্ছে—
i. স-স্বীকৃতি
ii. স-স্নেহ
iii. স-সাফল্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

■ উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৬ ও ৮৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিপুর জন্মের সময় তার মা মারা যায়। শিপুর দাদি তাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে লালন-পালন করে। কিন্তু এতে তার পরিপূর্ণ বিকাশ হচ্ছে না।

৮৬. শিপুর বিকাশে তার মায়ের কোন অবদানটির প্রয়োজন ছিল খুব বেশি?
ⓚ ভাত খাওয়ানো ⓛ ওষুধ খাওয়ানো
ⓖ পানি পান করানো ⓜ বুকের দুধ খাওয়ানো
উত্তর: ঘ

৮৭. শিপুর জন্য তার দাদির যা করা উচিত তা হলো—
i. তার সাথে খেলা করা
ii. তার সাথে রাগ করা
iii. তার সাথে ভাব বিনিময় করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii
উত্তর: খ

■ উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৮ ও ৮৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অনিকের মা-বাবার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়েছে। অনিক এখন তার মায়ের সাথে বসবাস করছে। বাবা ছাড়া অনিকের মুখটা এখন কেমন যেন শুকনা শুকনা লাগে।

৮৮. অনিকের সামাজিক বিকাশে কার ভূমিকা সর্বাধিক?
ⓚ বাবার ⓛ মায়ের
ⓖ বন্ধুদের ⓜ দাদা-দাদির
উত্তর: খ

৮৯. অনিকের মা-বাবার মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছেদের কারণ হলো—
i. মতের অমিল
ii. সমঝোতার অভাব
iii. দ্বিতীয় বিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

■ উদ্দীপকটি পড় এবং ৯০ ও ৯১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আনোয়ার তৃতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় তিন বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে বিধায় স্কুলে যেতে লজ্জা পাচ্ছে। ফলে সে অন্য এলাকায় একটি স্কুলে ভর্তি হয়। আনোয়ারের নতুন স্কুলের আমিনুল স্যারের উৎসাহে সে ভালো ছাত্র হয়ে ওঠে। পরের বছর আনোয়ার কৃতিত্বের সাথে সকল বিষয়ে কৃতকার্য হয়। ফলে আনোয়ারের লেখাপড়ার প্রতি আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় এবং বড় হয়ে একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়।

৯০. আনোয়ারের লেখাপড়ার প্রতি আত্মবিশ্বাস বাড়ে কী কারণে?
ⓚ মন্দ দিক তুলে ধরার কারণে
ⓛ ভালো দিক তুলে ধরার কারণে
ⓖ সহজ দিক তুলে ধরার কারণে
ⓜ কঠিন দিক তুলে ধরার কারণে
উত্তর: খ

৯১. আমিনুল স্যারের উৎসাহ আনোয়ারের যে যে উপকার করে—
i. ভুল করার ক্ষমতা বাড়ায়
ii. পড়ার ক্ষমতা কমায়
iii. অভিজ্ঞতা বাড়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓜ i, ii ও iii
উত্তর: খ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

পাঠ ১ : মা-বাবার সাথে শিশুর বন্ধন ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬০

প্রশ্ন ১। কীভাবে শিশু পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচিত হয়?

উত্তর : জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছর একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচনা করে। এ সময়ে দ্রুতগতিতে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। এ সময়ে পরিবারের ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, উষ্ণ সাড়া শিশুকে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এ সময়ে সহায়ক পরিবেশ পেলে শিশু অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, সামাজিক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

প্রশ্ন ২। শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মার ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ?

উত্তর : শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মা-ই হচ্ছেন প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বুকের দুধ খাওয়ানো এবং বিভিন্ন মাতৃ পরিচর্যা হলো শিশুর শরীর ও মন বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবদান। মা ও নবজাতকের মধ্যে মধ্যে জন্মের এক ঘণ্টা ও প্রথম কয়েকদিনের সান্নিধ্যে উভয়ের মাঝে গভীর বন্ধন গড়ে তোলে এবং তা ক্রমেই বিকশিত হতে থাকে।

প্রশ্ন ৩। শিশুর সাথে মায়ের বন্ধনের কয়েকটি পদক্ষেপ লেখ।
উত্তর : শিশুর সাথে মায়ের বন্ধনের কয়েকটি পদক্ষেপ হলো :
(১) শিশুর জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের দুধ দেওয়া।
(২) শিশুর কান্নায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাড়া দেওয়া।
(৩) শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো।
(৪) শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।

প্রশ্ন ৪। শিশুর জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের বুকের দুধ দেওয়া হয় কেন?
উত্তর : মায়ের দুধের পরিবর্তে কৃত্রিম দুধ শিশুর জন্য সোনার পরিবর্তে ব্রোঞ্জের মতোই মূল্যহীন। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা। জন্মের পরপরই সুস্থ নবজাতককে উষ্ণ রাখার জন্য মায়ের পেটে এবং বুকে রাখা হয়। শিশু মায়ের দুধ খেতে শুরু করে। এতে শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ৫। শালদুধ কী? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ (মায়ের বুকের প্রথম দুধকে শালদুধ বা কলোস্ট্রাম বলা হয়) শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক সক্রিয় কোষ এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহুরোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

প্রশ্ন ৬। শালদুধ শিশুর জন্য প্রয়োজন কেন?
উত্তর : শিশু জন্মের প্রথম ৫দিন শালদুধ অল্পমাত্রায় আসে। তবে এই পরিমাণই নবজাতকের শারীরিক সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট। শালদুধ শিশুর পরিপাচক অঙ্গসমূহকে উদ্দীপন করে। যার ফলে অন্ত থেকে দ্রুত মিকোনিয়াম (শিশুর প্রথম মল) পরিষ্কার হয়। এ অবস্থায় জন্ডিস সৃষ্টিকারী জীবাণু শরীর থেকে বের হয়ে যেতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ৭। মায়ের সাথে বাবার সহযোগিতা শিশুর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে কীভাবে?
উত্তর : মায়ের সাথে বাবার সহযোগিতা নানাভাবে শিশুর বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন—
(১) মায়ের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করে।
(২) মা ও শিশুকে বেশি সময় একত্রে রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে।
(৩) গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় কাজে মাকে সাহায্য করে।
(৪) স্তন্যদানকারী মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়।

প্রশ্ন ৮। শিশুর কান্নায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাড়া দেওয়া প্রয়োজন কেন?
উত্তর : ভাষা বিকাশের আগে সাধারণত শিশুরা কান্না দিয়ে তাদের চাহিদা ও অসুবিধা প্রকাশ করে। অতি শৈশবের শিশু সাধারণত দুইটি কারণে কাঁদে। ক্ষুধার কারণে এবং যেকোনো ধরনের শারীরিক অসুবিধার কারণে। ক্ষুধায় শিশুকে খাবার দেওয়া এবং শারীরিক অসুবিধা দূর করার জন্য শিশুর কান্নায় সাড়া দেওয়া দরকার।

প্রশ্ন ৯। শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো কেন প্রয়োজন?
উত্তর : দিনের বেলায় মতো রাতেও শিশুর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করতে হয়। রাতে মা বাবা শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া এই চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম। জীবনের কয়েকটি বছর শিশুকে নিয়ে ঘুমানো জরুরী। এতে মা রাতে শিশুর চাহিদা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবং মায়ের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়।

প্রশ্ন ১০। শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া প্রয়োজন কেন?
উত্তর : শিশুর বিকাশে শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া প্রয়োজন। কাজে বাবার সহায়ক ভূমিকা থাকলে শিশুর মায়ের উপর নির্ভরশীলতা কমে এবং বাবার সাথে তার আসক্তি তৈরি হয়। শিশুর সাথে খেলা করা, গান করা, ছড়া, গল্প বলা যা শিশুর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটে।

পাঠ ২ ও ৩ : শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৩

প্রশ্ন ১১। শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্ক কী ভূমিকা রাখে?
উত্তর : শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা পরিবারের অন্যতম একটি কাজ। জন্মগ্রহণের পর শিশুর সাথে পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। ৭/৮ মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা মা বাবা কিংবা তাদের যত্ন নেয় তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। এ বয়সের শিশুরা মা বাবার মনযোগ পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে।

প্রশ্ন ১২। বাবার সাথে শিশুর সম্পর্ক কী? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : গবেষণায় দেখা গেছে বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর ইতিবাচক বিকাশে ভূমিকা রাখে। শিশুর লালনপালনে বাবার অংশগ্রহণ মায়ের তুলনায় কোনো অংশই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কখনো কখনো শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে বাবা তার মায়ের চেয়েও বেশি শক্তিশালী অবদান রাখে। তাই বাবার সাথে শিশুর সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১৩। পরিবারে মা বাবার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?
উত্তর : শুধু সন্তানের সাথে মা-বাবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করলেই হবে না, মা-বাবা নিজেদের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সম্পর্ক সুখের হতে হবে। কারণ সুখী মা-বাবার সন্তানেরাও সুখী থাকে। মা-বাবার সান্নিধ্যে শিশুরা অনেক বেশি নিরাপদ মনে করে এবং আনন্দ পায়। তাই শিশুর সঠিক বিকাশে মা-বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ১৪। শিশুর বিকাশে ভাই-বোনের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক ভূমিকা রাখে।
উত্তর : ভাই-বোনের সাথে পারস্পরিক শিথিল সম্পর্ক একটি শিশুর আত্মধারণাকে বিঘ্নিত করে। ভাই-বোন শিশুটিকে যেভাবে মূল্যায়ন করে অর্থাৎ ভালোমন্দ বলে, নিজের প্রতি শিশুটির সে ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় ভাই-বোনকে অনুসরণ করে শিশু ভালো বা খারাপ আচরণ শেখে। ভাই-বোনের সান্নিধ্যে শিশু নিরাপত্তা পায় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে দলগতভাবে মেলামেশার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

প্রশ্ন ১৫। শিশুর ভাই-বোনের শিশুর সাথে সম্পর্ক হওয়া উচিত?
উত্তর : শিশুর ভাই বা বোন হিসেবে যেসব আচরণ শিশুর সাথে ভালো সম্পর্ক তা শিশুর বিকাশে সহায়তা করে। ছোট ভাই বা বোনের যত্নে সহযোগিতা করা, কোনো জিনিস ভাগাভাগি করা, পরস্পরকে সাহায্য করা, তাদের সঙ্গ দেওয়া, খেলাধুলা করা, সবাই মিলেমিশে থাকা। তাদের সাথে স্নেহের সম্পর্ক তৈরি করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১৬। কোন আচরণ পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে ক্ষতিকর হয়?
উত্তর : যে আচরণ পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে ক্ষতিকর হয় এবং শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তা হলো— ১. ছোট ভাই বা বোনকে সঙ্গ বা সময় না দেওয়া, ২. নিজের স্বার্থ বড় করে দেখা, ৩. ঈর্ষা করা, ৪. ভাই ও বোনের সহচর্য এড়িয়ে চলা, ৫. ঝগড়া করা, মারামারি করা, অবহেলা করা এবং নিজেকে বড় মনে করা।

প্রশ্ন ১৭। যৌথ পরিবার শিশুর সাথে কেমন সম্পর্ক স্থাপন করে?
উত্তর : আমাদের দেশে যৌথ পরবার প্রথায় একটি পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন ছাড়াও আরও অনেক সদস্য থাকেন। যারা শিশুর লালনপালনে বাবা-মাকে সহযোগিতা করে থাকেন। কর্মজীবী মায়ের ক্ষেত্রে শিশুর যত্নে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা থাকে অনেক বেশি। শিশুর কথা শোনা, তার সাথে খেলা করা শিশুর সাথে সদস্যের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে।

প্রশ্ন ১৮। শিশুরা কীভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বন্ধু হিসেবে ভাবতে শেখে?
উত্তর : পরিবারে দাদা-দাদি, নানা-নানি শিশুর সাথে গল্প করেন। শিশুকে তাদের জীবনের অনেক ঘটনা শোনান। তারা শিশুদের অসুবিধার কথা শোনেনা। শিশুকে আদর ভালোবাসা দেন। এভাবে

শিশুর সাথে পরিবারের সকলের সুসম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে এবং ভবিষ্যতে শিশু তার মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিবারে অন্যান্য সদস্যকে বন্ধু হিসেবে ভাবতে শেখে।

প্রশ্ন ১৯। বাবা/মায়ের মৃত্যু শিশুর কী ধরনের বিপর্যয় ঘটে?

উত্তর : পরিবারে বাবা কিংবা মায়ের মৃত্যু পরিবারের শিশুর জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সাধারণত পরিবারে বাবা উপার্জন করেন। এ কারণে বাবার মৃত্যুতে পরিবারে আর্থিকসংকট প্রকট হয়। মায়ের মৃত্যুতে সন্তানেরা দিশেহারা হয়। তাদের পড়াশোনা, যত্ন পরিচর্যায় অবহেলা হয়। বাবা কিংবা মা যেকোনো একজনের মৃত্যুতে সন্তান স্নেহ বঞ্চিত হয়।

প্রশ্ন ২০। বাবা/মায়ের গুরুতর অসুস্থতা শিশুর উপর কীরূপ প্রভাব ফেলে?

উত্তর : পরিবারে মা বাবার হঠাৎ কোনো গুরুতর অসুস্থতা ধরা পড়লে পরিবারের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। মা কিংবা বাবার দীর্ঘদিনের অসুস্থতা পরিবারে আর্থিক সংকট সৃষ্টি করে। এছাড়া মা-বাবার সুস্থ সঙ্গ থেকে শিশুরা বঞ্চিত হয়। মা বাবার অসুস্থতায় তারা মা বাবাকে হারানোর ভয়ে ভীত, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ২১। শিশুর মনে কীভাবে হতাশার জন্ম নেয়?

উত্তর : শিশুর অসুবিধাগুলো সময়মতো দূর করা না হলে কিংবা শিশু কোনো কারণে আরাম না পেলে তার মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার অনুভূতি জন্মাতে থাকে। তাছাড়া মা-বাবার আদর, যত্ন, স্নেহ-ভালোবাসার অভাবেও শিশুর মধ্যে অনাস্থা দেখা দেয়। এ অনাস্থা থেকে সে নিরাপত্তার অভাববোধ করে। আর এভাবে শিশুর মনে হতাশার জন্ম দেয়।

প্রশ্ন ২২। পরিবার ভাঙলে শিশুর উপর কীরূপ প্রভাব পড়ে?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর মতের অমিল, পরস্পরের সমঝোতার অভাব, দ্বিতীয় বিয়ে ইত্যাদি পারিবারিক ভাঙনের অন্যতম কারণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সন্তানেরা ছোট অবস্থায় পরিবার ভাঙনের আশঙ্কা বেশি করে থাকে। মা-বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ বা পৃথকভাবে অবস্থানে ছেলেমেয়েদের মনে হতাশা, দ্বন্দ্ব, পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব প্রভৃতি মানসিক সমস্যা দেখা দেয়।

প্রশ্ন ২৩। বাবার মৃত্যুতে পরিবারে আর্থিক সংকট প্রকট হয় কেন?

উত্তর : পরিবারে বিভিন্ন বয়সের শিশু থাকলে তাদের ভরণ-পোষণ ও লেখাপড়ার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এ প্রয়োজন বাবাই মিটিয়ে থাকেন। কেননা পরিবারে সাধারণত বাবাই উপার্জন করেন। বাবার মৃত্যু হলে উপার্জনের সুযোগ থাকে না। তাই বাবার মৃত্যুতে পরিবারে আর্থিক সংকট প্রকট হয়।

প্রশ্ন ২৪। পারিবারিক বিপর্যয়ের প্রধান সমস্যা সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : পারিবারিক বিপর্যয়ে পরিবারের সদস্যদের একত্র হয়ে সংকট মোকাবিলা করলে সমস্যা অনেক কমে যায়। পারিবারিক বিপর্যয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হয় আর্থিক সংকট। পরিবারের আর্থিক সমস্যা দূর করতে ছোট শিশুদের বিকাশজনিত চাহিদা পূরণে পরিবারের কিশোর বয়সের সন্তানেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ২৫। শিশুদের বিকাশে কিশোর বয়সের শিশুরা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?

উত্তর : কিশোর বয়সের শিশুরা যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হলো—

(১) আর্থিক আয় বাড়ানোর চেষ্টা করে,
(২) অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কমায়
(৩) শিশুদের পর্যাপ্ত আদর স্নেহ করা যেন তারা নিজেকে স্নেহবঞ্চিত মনে না করা
(৪) মানসিক চাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করা ইত্যাদি।

পাঠ ৪ : শিশুর পরিচালনার নীতি ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৬

প্রশ্ন ২৬। শিশু পরিচালনা নীতি কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : জন্মের মুহূর্তে শিশুকে সাদা কাগজের তুলনা করা হয়। সাদা কাগজে যেভাবে ছবি আঁকা হয় ছবিটি সেভাবে রূপ লাভ করে। তেমনি নবজাতক শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। সে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে যে ধনের অভিজ্ঞতা পায় সেভাবেই আচরণ করতে শেখে। সুষ্ঠ পরিচালনার মাধ্যমে শিশুর উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা যায়। তাই শিশুকে যেভাবে পরিচালনা করা হয় তাকে শিশু পরিচালনার নীতি বলা হয়।

প্রশ্ন ২৭। শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন প্রয়োজন কেন?

উত্তর : শিশুরা অনুকরণ করে। যারা তাদের কাছাকাছি থাকে তাদের আচরণ অনুকরণ করে। শিশুদের যা যা করতে বলা হয় যা যা করতে নিষেধ করা হয় তার চেয়ে বড় সদস্যরা যা যা করেন সেগুলোই তারা অনুকরণ করে। এজন্য শিশুদের সামনে ভালো আচরণ উপস্থাপন করা দরকার।

প্রশ্ন ২৮। শিশুর প্রশংসা করা কেন প্রয়োজন?

উত্তর : প্রশংসা শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। কীভাবে অন্যদের প্রশংসা করতে হয় তা শেখায়। শিশুর কাজের ভালো দিকগুলো যদি তুলে ধরা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে; নিজ সম্পর্কে তার ভালো ধারণা হয়। সে বুঝতে পারে যে, সে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে। তাই শিশুর মধ্যে ভালো গুণাবলি খুঁজে তার জন্য তাকে প্রশংসা করতে হবে।

প্রশ্ন ২৯। শিশুকে শাস্তি দিলে কীরূপ প্রভাব ফেলে?

উত্তর : শিশুর কাজের জন্য শাস্তি দিলে তা শিশুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শাস্তি দুই ধরনের হয়। শারীরিক শাস্তি ও মানসিক শাস্তি। শারীরিকভাবে আঘাত করা, মারা, খেতে না দেওয়া শারীরিক শাস্তি। শিশুকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা, বকাবকি করা, লজ্জা দেওয়া ইত্যাদি মানসিক শাস্তি। শিশুকে যেকোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া হোক না কেন তা শিশুর আত্মবিশ্বাস কমায়।

প্রশ্ন ৩০। শিশুর জন্য হ্যাঁ বলা কীরূপ প্রভাব ফেলে?

উত্তর : অনেকে মনে করে শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ সে যেসকল কাজ করতে চায় বা যা কিছু চায় সবকিছু করার অনুমতি দেওয়া বা তাকে সবকিছু দেওয়া। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এর অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা। শিশুদের প্রতি যেকোনো আদেশ অথবা নির্দেশ সবসময় ইতিবাচকভাবে বললে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ৩১। শিশুকে ইতিবাচকভাবে কথা বলার কয়েকটি উদাহরণ দাও?

উত্তর : শিশুকে ইতিবাচকভাবে কথা বলার কয়েকটি উদাহরণ হলো :

(১) 'টেবিলে কাঠের টুকরা রেখনা' না বলে বলতে হবে 'কাঠের টুকরাগুলো মাটিতে রাখ'।
(২) এখন খেলার সময় নয়— না বলে বলতে হবে 'এখন খেয়ে নাও পরে খেলবে'।
(৩) তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না—না বলে বলতে হবে 'চেষ্টা করলেই তুমি পারবে'।

প্রশ্ন ৩২। শিশুর সাথে কীভাবে ভাব বিনিময় করতে হবে?

উত্তর : শিশুর সাথে কথা বলার সময় গলার স্বর আস্তে ও নরম এবং ভাষা সহজ হতে হয়। জোরে কথা বললে শিশু ভয় পায়, তাকে এড়িয়ে চলে। শিশুর সাথে কথা বলার সময় শিশুর মনের ভাব বুঝতে চোখে চোখ রেখে বন্ধুর মতো কথা বলতে হয়। তাহলে শিশুকে বোঝা সহজ হয়। শিশুর সাথে কথা বলতে একজন ভালো শ্রোতা হতে হয়।

প্রশ্ন ৩৩। শিশুর জন্য কীরূপ পরিবেশ তৈরি করা দরকার।
উত্তর : শিশু পরিচালনার অন্যতম একটি দিক হলো শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে শিশু কম বিরক্ত করে এবং সে তার সময়গুলো আনন্দে কাটায়। স্কুলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খেলাধুলাই শিশুর প্রধান কাজ। গৃহে শিশুর জন্য নিরাপদ খেলার স্থান ও খেলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকতে হয়।

প্রশ্ন ৩৪। শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা কী? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : শিশু পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ও শিশুকে সুখী করা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা থাকে যেগুলোকে ইংরেজীতে Three A's for happiness এবং বাংলায় ৩টি 'স' দিয়ে বোঝানো হয়।

প্রশ্ন ৩৫। স্বীকৃতি কী? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : সকল শিশুর চেহারা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি একরকম হয় না। কেউ যদি দেখতে সুন্দর হয় তবে সকলে তাকে সাদরে গ্রহণ করে। এখানে স্বীকৃতি অর্থ শিশু যেভাবে আছে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করা বোঝায়। শিশুটি দেখতে ভালো বা খারাপ, বুদ্ধি কমবেশি যেভাবেই থাকুক সাদরে গ্রহণ করতে হবে। তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সেভাবে উৎসাহ দিলে শিশু সুখী থাকে।

প্রশ্ন ৩৬। শিশুর প্রতি স্নেহের প্রভাব কীরূপ? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : প্রত্যেক শিশুর মধ্যে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার চাহিদা থাকে। শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, তাকে সময় দেওয়া, কিছু শেখানো ইত্যাদি সবকিছুই যদি আদরের সাথে হয়, তাহলে শিশুর মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুমতি আসে। তখন সে তার পরিবেশকে ভয় পায় না।

প্রশ্ন ৩৭। সাফল্য কী? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : সাফল্য হলো কোন কাজ সঠিকভাবে করতে পারা। প্রত্যেক শিশু সফলতা চায়। সে কোনো কাজ নিজে করতে পারলে সে খুশি হয়। এ জন্য শিশুর ভালো কাজ বা ভালোকাজের দিকগুলো তুলে ধরা হলে সে নিজের শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে বা বুঝতে পারে যে– সে কি পারে। এই উৎসাহ তাকে সফলতার অভিজ্ঞতা দেয় এবং শিশুটি পরিতৃপ্ত ও সুখী থাকে।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচিত হয় কখন? [রা. বো. '২৩; য. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; ব. বো. '২৩ ও দি. বো. '২৩]
উত্তর : জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের মূলভিত্তি রচিত হয়।

প্রশ্ন ২। শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ কী? [ঢা. বো. '২২; কু. বো. '২২; সি. বো. '২২]
উত্তর : শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা।

প্রশ্ন ৩। Rh অসংগতা কী? [ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড ২০২০]
উত্তর : Rh অসংগতা হলো মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে মিল না থাকা।

প্রশ্ন ৪। টডলারহুড কাকে বলে? [সকল বোর্ড '১৮]
উত্তর : শিশুর বয়স দুই সপ্তাহ থেকে দুই বছর পর্যন্ত সময়কালকে টডলারহুড বলা হয়।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৫। শিশুর প্রথম টীকা হিসেবে কাজ করে কোনটি? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; বিএএফ শাহীন কলেজ, সিলেট]
উত্তর : মায়ের বুকের প্রথম দুধ অর্থাৎ শালদুধ শিশুর প্রথম টীকা হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ৬। শিশু বিজ্ঞানীরা জন্মের মুহূর্তে শিশুকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন? [সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]
উত্তর : শিশু বিজ্ঞানীরা জন্মের মুহূর্তে শিশুকে সাদা কাগজের সাথে তুলনা করেছেন।

প্রশ্ন ৭। জীবকোষের প্রাণকেন্দ্র কী? [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : জীবকোষের প্রাণকেন্দ্র হলো নিউক্লিয়াস।

প্রশ্ন ৮। প্রতিরোধ ব্যবস্থা কী? [যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : কোনো সমস্যার যেন উদ্ভব না হয় তার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ৯। কত মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা মা-বাবার সাথে সম্পর্ক তৈরি করে থাকে? [সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : ৭/৮ মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা মা-বাবার সাথে সম্পর্ক তৈরি করে থাকে।

প্রশ্ন ১০। শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার অন্যতম কাজটি কার? [কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল]
উত্তর : শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা পরিবারের অন্যতম একটি কাজ।

প্রশ্ন ১১। শিশুর বর্ধন কী? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা; নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
উত্তর : বর্ধন হলো শিশুর দেহের আকার আকৃতির পরিমাণগত পরিবর্তন।

প্রশ্ন ১২। Three A's for happiness- এখানে তিনটি A কী কী? [ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : Three A's for happiness-এর A তিনটি হলো Acceptance, Affection এবং Achievement.

প্রশ্ন ১৩। শিশু জন্মের মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা শিশুকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন? [আলালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
উত্তর : শিশু জন্মের মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা শিশুকে সাদা কাগজের সাথে তুলনা করেছেন।

প্রশ্ন ১৪। স্তন্যদানের ফলে মায়ের শরীরে কোন হরমোন নির্গত হয়? [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
উত্তর : শিশু তার মায়ের স্তন মুখে নেওয়া ও চোষার ফলে মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নির্গত হয়।

প্রশ্ন ১৫। মিকোনিয়াম কাকে বলে? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
উত্তর : শিশুর প্রথম মলকে মিকোনিয়াম বলে।

প্রশ্ন ১৬। প্রত্যেক শিশু কী চায়? [মতিঝিল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা; রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : প্রত্যেক শিশুই তার বাবা-মাকে কাছে পেতে চায়।

প্রশ্ন ১৭। শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি কে? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
উত্তর : শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি তার মা।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৮। জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম কয় বছরে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচনা করে?
উত্তর : জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচনা করে।

প্রশ্ন ১৯। সকল পরিবারই কাদের ভালোবাসে?
উত্তর : সকল পরিবারই শিশুদের ভালোবাসে।

প্রশ্ন ২০। শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি?
উত্তর : শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মা হচ্ছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

প্রশ্ন ২১। কিসের তুলনায় ব্রোঞ্জ মূল্যহীন?
উত্তর : সোনার তুলনায় ব্রোঞ্জ মূল্যহীন।

প্রশ্ন ২২। মায়ের দুধের পরিবর্তে কী দুধ শিশুর জন্য সোনার পরিবর্তে ব্রোঞ্জের মতোই মূল্যহীন।
উত্তর : মায়ের দুধের পরিবর্তে কৃত্রিম দুধ শিশুর জন্য সোনার পরিবর্তে ব্রোঞ্জের মতোই মূল্যহীন।

প্রশ্ন ২৩। জন্মের কয় ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা?
উত্তর : জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা।

প্রশ্ন ২৪। কী শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর : মায়ের দুধ শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ২৫। দুধ খাওয়ানোর সময় কিসের স্পর্শে শিশু উষ্ণ থাকে?
উত্তর : দুধ খাওয়ানোর সময় মায়ের ত্বকের স্পর্শে শিশু উষ্ণ থাকে।

প্রশ্ন ২৬। শালদুধ কাকে বলে?
উত্তর : মায়ের বুকের প্রথম দুধকে শালদুধ বলে।

প্রশ্ন ২৭। শিশু জন্মের প্রথম কয় দিন শালদুধ অল্পমাত্রায় আসে?
উত্তর : শিশু জন্মের প্রথম পাঁচ দিন শালদুধ অল্পমাত্রায় আসে।

প্রশ্ন ২৮। কিসের ফলে মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নির্গত হয়?
উত্তর : শিশুর মায়ের স্তন মুখে নেওয়া ও চোষার ফলে মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নির্গত হয়।

প্রশ্ন ২৯। শিশুকে কী খাওয়াতে মায়ের জন্য সহায়ক পরিবেশের দরকার হয়?
উত্তর : শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে মায়ের জন্য সহায়ক পরিবেশের দরকার হয়।

প্রশ্ন ৩০। কে বিভিন্নভাবে স্তন্যদানকারী মাকে সাহায্য করেন?
উত্তর : বাবা বিভিন্নভাবে স্তন্যদানকারী মাকে সাহায্য করেন।

প্রশ্ন ৩১। ভাষা বিকাশের আগে সাধারণত শিশুরা কী দিয়ে তাদের চাহিদা ও অসুবিধাগুলো প্রকাশ করে?
উত্তর : ভাষা বিকাশের আগে সাধারণত শিশুরা কান্না দিয়ে তাদের চাহিদা ও অসুবিধাগুলো প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ৩২। জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর কাকে কাছে নিয়ে ঘুমানো জরুরি?
উত্তর : জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমোনো জরুরি।

প্রশ্ন ৩৩। কখনো বড় শিশুরাও তাদের সারা দিনের কর্মকান্ড ঘুমানোর আগে কাকে বলতে পছন্দ করে?
উত্তর : কখনো বড় শিশুরাও তাদের সারাদিনের কর্মকান্ড ঘুমানোর আগে মা-বাবাকে বলতে পছন্দ করে।

প্রশ্ন ৩৪। সুখী মা-বাবার সন্তানেরা কেমন থাকে?
উত্তর : সুখী মা-বাবার সন্তানেরা সুখী থাকে।

প্রশ্ন ৩৫। কাদের সান্নিধ্যে শিশুরা অনেক বেশি নিরাপদবোধ করে?
উত্তর : মা-বাবার সান্নিধ্যে শিশুরা অনেক বেশি নিরাপদবোধ করে।

প্রশ্ন ৩৬। পরিবারে কারা শিশুর সাথে গল্প করেন?
উত্তর : পরিবারের দাদা-দাদি, নানা-নানি শিশুর সাথে গল্প করেন।

প্রশ্ন ৩৭। মা কিংবা বাবার দীর্ঘদিনের অসুস্থতা পরিবারে কী সৃষ্টি করে?
উত্তর : মা কিংবা বাবার দীর্ঘদিনের অসুস্থতা পরিবারে সংকট সৃষ্টি করে।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। শিশুর প্রথম মল পরিষ্কার হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর।
[রা. বো. '২০; য. বো. '২০; কু. বো. '২০; চ. বো. '২০; ব. বো. '২০ ও দি. বো. '২০]

উত্তর : শিশু জন্মের প্রথম ৫ পাঁচ দিন শালদুধ অল্পমাত্রায় আসে। তবে এই পরিমাণই নবজাতকের শারীরিক সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট। শালদুধ শিশুর পরিপাচক অন্ত্রসমূহকে উদ্দীপিত করে। যার ফলে অন্ত্র থেকে দ্রুত মিকোনিয়াম বা শিশুর প্রথম মল পরিষ্কার হয়।

প্রশ্ন ২। বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর বিকাশে কীরূপ ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। [চা. বো. '২২; কু. বো. '২২; সি. বো. '২২]

উত্তর : গবেষকরা দেখেছেন, বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। শিশুর লালন-পালনে বাবার অংশগ্রহণ মায়ের তুলনায় কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি। যে পরিবারে বাবা শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেন, শিশু লালন-পালনে স্নেহপূর্ণ অংশ নেন, সেই পরিবারের শিশুর মধ্যে বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা কম দেখা যায়। এমনকি বাবার অংশগ্রহণ, শিশুর কৈশোরের মাদকাসক্তি বা অপরাধমূলক কাজ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ৩। কোনটিকে শিশুর প্রথম টিকা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।
[ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড ২০২০]

উত্তর : মায়ের বুকের প্রথম দুধ অর্থাৎ শালদুধকে শিশুর প্রথম টিকা বলা হয়। শালদুধ বা কলোস্ট্রাম নানারকম প্রতিরোধমূলক (ইমিউনোলোজিক্যাল) সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। তাই একে শিশুর প্রথম টিকা বলা হয়।

প্রশ্ন ৪। শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর।
[সকল বোর্ড '১৮]

উত্তর : শিশুর বিভিন্ন ধরনের চাহিদার মধ্যে রাতে মা-বাবা ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া অন্যতম। জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো জরুরি। এতে মা রাতে শিশুর চাহিদা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবং মায়ের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়। এছাড়া রাতে শিশুর আশপাশে মা-বাবার উপস্থিতি শিশুর জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে। বিছানায় যাওয়ার আগে প্রত্যেক শিশু মা-বাবাকে কাছে পেতে চায়। স্কুলে যাওয়ার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এটা খুবই সাধারণ ঘটনা। কখনো বড় শিশুরাও তাদের সারাদিনের কর্মকান্ড ঘুমানোর আগে মা-বাবাকে বলতে পছন্দ করে। তাই শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো গুরুত্বপূর্ণ।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৫। শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ বুঝিয়ে লেখ। [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

উত্তর : অনেকে মনে করেন শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ সে যে সকল কাজ করতে চায় বা যা কিছু চায় সবকিছু করার অনুমতি দেওয়া বা তাকে সবকিছু দেওয়া। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা। শিশুদের প্রতি যেকোনো আদেশ অথবা নির্দেশ সবসময় ইতিবাচকভাবে বলা। নেতিবাচকভাবে নির্দেশ না দেওয়া। যেমন– এখন খেলার সময় নয়– না বলে বলতে হবে 'এখন খেয়ে নাও পরে খেলবে'।

প্রশ্ন ৬। শিশু মা-বাবার মনোযোগ পাবার চেষ্টা করে কেন?

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : শিশুরা স্বভাবতই প্রশংসা ও গুরুত্ব চায়। সে মনে করে বাবা-মা তার গুরুত্ব দিক এবং প্রশংসা করুক। এরূপ প্রশংসা ও গুরুত্ব পেলে তা তাকে উৎসাহিত করে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলে। শিশুর এ মানসিক বিকাশে এটি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিশু তার স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মা-বাবার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে।

প্রশ্ন ৭। শিশুর সাথে কীভাবে ভাব বিনিময় করতে হয়?

[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা; রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : শিশুর সাথে কথা বলার সময় গলার স্বর আস্তে ও নরম এবং ভাষা সহজ করে বলতে হয়। জোরে ও কর্কশ স্বরে কথা বললে শিশু ভয় পায়, তাকে এড়িয়ে চলে। শিশুর সাথে কথা বলার সময় শিশুর মনের ভাব বুঝতে চোখে চোখ রেখে বন্ধুর মতো কথা বলতে হবে। তাহলে শিশুকে বোঝা সম্ভব হবে। শিশুর সাথে কথা বলতে হলে ভালো শ্রোতা হতে হয়।

প্রশ্ন ৮। শিশু বিজ্ঞানীরা জন্মের মুহূর্তে শিশুকে কিসের সাথে তুলনা করছেন? [সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

উত্তর : 'স্বীকৃতি' অর্থ শিশু যেভাবে আছে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করা। সকল শিশুর চেহারা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি এক রকম হয় না। শিশু দেখতে ভালো বা খারাপ, পঙ্গু বা স্বাভাবিক, বুদ্ধি কম বা বেশি, ছেলে বা মেয়ে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সেভাবে উৎসাহ দিলে শিশু সুখী থাকে।

প্রশ্ন ৯। শিশুর সাথে বন্ধন তৈরির পদক্ষেপ কী কী?

[রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : মা ও শিশুর মধ্যে জন্মের একঘণ্টা ও কয়েকদিনের সান্নিধ্য উভয়ের মাঝে গভীর বন্ধন গড়ে তোলে যা স্থায়ী হয় বছরের পর বছর। শিশুর সাথে এ বন্ধন তৈরির পদক্ষেপসমূহ হলো–

১. শিশুকে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের দুধ দেওয়া,
২. শিশুর কান্নায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাড়া দেওয়া,
৩. শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো এবং
৪. শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১০। হতাশা ও বিষণ্ণতা কেন হয়? বুঝিয়ে লেখ।

[যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : হতাশা ও বিষণ্ণতা এক ধরনের মানসিক অবস্থা যেখানে মনের অসুখী ও একঘেয়েমির অনুভূতি থাকে। কৈশোরের বিষণ্ণতার সাথে শিশুকালের মানসিক অবস্থার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যে ধরনের পরিবারে শৈশবে সন্তান ও মা-বাবার দৃঢ় বন্ধন থাকে না, শিশু প্রতিপালনে স্নেহ আদরের বঞ্চনা থাকে, সেসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে হতাশা ও বিষণ্ণতা বেশি দেখা যায়। এছাড়াও সমবয়সীদের সাথে সম্পর্কের অবনতি, বন্ধুত্বের ভাঙন, পড়াশোনায় ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণেও হতাশা ও বিষণ্ণতার সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ১১। শিশুর যত্নের প্রয়োজন কেন? বুঝিয়ে লেখ।

[সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : শিশুর যত্নের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ মানবশিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বছরের যত্ন ও পরিচর্যা পরবর্তী জীবনের ভিত্তি তৈরি করে। এ সময় শিশুর শারীরিক যত্ন এবং পরিবার বা তার চারপাশের ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, উষ্ণ সাড়া তাকে নতুন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। শিশু জীবনের প্রথম বছরগুলোতে যদি তার বিকাশের জন্য যত্ন এবং সহায়ক পরিবেশ পায় তবে সে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, সামাজিক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তাই শিশুর সামাজিক দক্ষতা, ভাষার দক্ষতা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিকাশ ঘটানোর জন্য যত্নের প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১২। মায়ের বুকের প্রথম দুধকে টিকা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]

উত্তর : মায়ের বুকের প্রথম দুধ বা শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক (ইমিউনোলোজিক্যাল) সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। তাই মায়ের বুকের প্রথম দুধকে টিকা বলা হয়।

প্রশ্ন ১৩। কীভাবে বাবা-মায়ের সাথে শিশুর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে?

[কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল]

উত্তর : শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মা-ই হচ্ছেন প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বুকের দুধ খাওয়ানো ও বিভিন্ন মাতৃ পরিচর্যার মাধ্যমে মা ও নবজাতকের মধ্যে জন্মের এক ঘণ্টা ও প্রথম কয়েক দিনের সান্নিধ্যে উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধন গড়ে ওঠে। এছাড়া জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুকে বেশি কাছে রাখা, শারীরিক সংস্পর্শ, শিশুকে আদর-স্নেহ করা, এ বিষয়গুলো শিশুর সাথে মা-বাবার বন্ধনকে মজবুত করে। শৈশবে মা-বাবা শিশুকে যত বেশি সময় দেবে এবং স্নেহ করবে, তাদের বন্ধন ততই দৃঢ় হবে।

প্রশ্ন ১৪। 3 A'S for happiness অর্থ কী?

[আলাদাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

উত্তর : শিশু পরিচালনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ও শিশুকে সুখী করা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা থাকে যেগুলোকে ইংরেজি three A's for happiness দিয়ে বোঝানো হয়। যেমন–

A – Acceptance
A – Affection
A – Achievement

প্রশ্ন ১৫। পারিবারিক বিপর্যয়গুলো বর্ণনা কর।

[বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

উত্তর : পরিবার হলো এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে ব্যক্তি তার নানা ধরনের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। কিন্তু এ পরিবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পারিবারিক বিপর্যয়গুলো হলো–

১. মা কিংবা বাবার অসুস্থতা;
২. মৃত্যুজনিত শূন্যতা;
৩. মা-বাবার পৃথক অবস্থান;
৪. বাবা-মায়ের সার্বক্ষণিক ঝগড়া;
৫. মতের অমিল;
৬. পরস্পরের সমঝোতার অভাব;
৭. পরিবারে বাবার অনুপস্থিতি;
৮. মায়ের ওপর দৈহিক নির্যাতন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১৬। শিশুর সাথে মা-বাবার বন্ধন তৈরির অন্যতম উপায় কী? ব্যাখ্যা কর। [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

উত্তর : জন্মগ্রহণের পর থেকেই শিশুর সাথে পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ৭/৮ মাস বয়সের মধ্যেই শিশুরা মা-বাবা কিংবা যারা তাদের যত্ন নেয় তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। এ বয়সে তারা তাদের মা-বাবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। যখন মা শিশুর কাছে যায় তখন শিশু খুশি হয়ে ওঠে, মা তাকে কোলে নিলে সে তার মুখে হাত দেয়, চুল নাড়াচাড়া করে। ভয় পেলে শিশু মা-বাবার কোলে আশ্রয় নেয়। মা-বাবার কোমল স্পর্শ, স্নেহ, হাসি, ভালোবাসা এসবের মাধ্যমেই শিশুর সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন ১৭। শিশুকে প্রশংসা করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

উত্তর : প্রশংসা করলে শিশুর ক্ষমতা বাড়ে, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। আত্মবিশ্বাস বাড়ে, ফলে কাজ করার আগ্রহ জন্মে। প্রশংসার ফলে শিশু ভালো কাজগুলো বারবার করে এবং বুঝতে পারে যে সে কী কী পারে এবং তার মধ্যে কী কী গুণ আছে।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৮। শিশুকে চারাগাছের সাথে তুলনা করা যায় কেন?

উত্তর : বীজ থেকে যখন চারাগাছটি হয় তখন তা বেশ দুর্বল থাকে। এসময়ে যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যার ওপর গাছটির বেঁচে থাকা নির্ভর করে। ঠিক তেমনি মানবশিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বছরের যত্ন ও পরিচর্যা পরবর্তী জীবনের ভিত্তি তৈরি করে। আর সেজন্যই শিশুকে চারাগাছের সাথে তুলনা করা যায়।

প্রশ্ন ১৯। শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জন্ম থেকে শুরু করে শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচনা করে। এসময়ে দ্রুতগতিতে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এসময়ের জন্য প্রয়োজন হয় শারীরিক যত্ন এবং পরিবারের বা তার চারপাশের ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, উষ্ণ সাড়া যা তাকে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। অতএব শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছরের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ২০। শিশুর বিকাশে সহায়ক পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যে শিশু জীবনের প্রথম বছরগুলোতে তার বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ পায় সে শিশুটি অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, সামাজিক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তার সামাজিক দক্ষতা, ভাষার দক্ষতা, সৃজনশীলতার আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিকাশ ঘটে যা পরবর্তী জীবনে তাকে সুখী ও সুন্দর থাকতে সহায়তা করে। অতএব, শিশুর বিকাশে সহায়ক পরিবেশের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ২১। শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মায়ের বুকের প্রথম দুধকে শালদুধ বলা হয়। আর শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরোধমূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহুরোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

প্রশ্ন ২২। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা কেন?

উত্তর : জন্মের পর পরই সুস্থ নবজাতককে উষ্ণ রাখার জন্য মায়ের পেট ও বুকে রাখা হয়। তখন থেকেই শিশু মায়ের দুধ খেতে শুরু করে কিংবা দুধ খাওয়ার প্রক্রিয়াটি এক ঘণ্টার মধ্যে শুরু হয়। এতে শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আর শিশুও মাকে অনুভব করে। সেজন্যই জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা।

প্রশ্ন ২৩। শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়াতে সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য বাবার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়াতে সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য বাবার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন–

ক. মায়ের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করা;
খ. মা ও শিশুকে বেশি সময় একত্রে রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা;
গ. গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় কাজে মাকে সহায়তা করা এবং
ঘ. দুগ্ধদানকারী মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন ২৪। শিশুরা কাঁদে কেন?

উত্তর : একটা সময় পর্যন্ত শিশুরা কথা বলতে পারে না। অর্থাৎ ভাষাহীন থাকে। কিন্তু তাদের ক্ষুধা লাগে এবং নানারকম শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়। আর তাই শিশুরা কাঁদে। বস্তুত ভাষা বিকাশের আগে শিশুরা কান্না দিয়েই তাদের চাহিদা ও অসুবিধাগুলো প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ২৫। শিশুর বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন?

উত্তর : মা-বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলেই কেবল শিশু প্রতিপালনে পুরাপুরি মনোযোগ থাকে। আর মা-বাবার সান্নিধ্যে শিশুরা অনেক বেশি নিরাপদবোধ করে এবং আনন্দ পায়। কিন্তু মা-বাবার মধ্যে যখন সুসম্পর্কের অভাব থাকে তখন শিশু প্রতিপালনের তাদের মনোযোগ থাকে না। আর সেজন্যই শিশুর বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

আট বছর বয়সী সেজান বরাবরই নিজ আগ্রহে পড়তে বসে। পড়া শেষে সে নিজ থেকেই বইগুলো ব্যাগে গুছিয়ে রাখে। বাবা বিষয়টি খেয়াল করে তাকে ধন্যবাদ দেয়। একদিন সেজানের মা সেজানকে স্কুলে তার বন্ধুর সাথে ঝগড়া করতে দেখেন। বাসায় ফিরে তিনি সেজানের কাছ থেকে ঝগড়ার কারণ জেনে নেন এবং তাকে বন্ধুর সাথে মিলেমিশে চলতে বলেন। তিনি কখনো সেজানের সামনে কারও সাথে উঁচু স্বরে কথা বলেন না এবং কারও প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেন না।

ক. কোন বয়সী শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না? ১
খ. শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. বাবার আচরণ সেজানের মাঝে কীরূপ প্রভাব ফেলবে? ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, সেজানের বাবা-মা তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করছেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর :

ক নবজাতক বয়সী শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না।

খ অনেকে মনে করেন শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ সে যে সকল কাজ করতে চায় বা যা কিছু চায় সবকিছু করার অনুমতি দেওয়া বা তাকে সবকিছু দেওয়া। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা। শিশুদের প্রতি যেকোনো আদেশ অথবা নির্দেশ সবসময় ইতিবাচকভাবে বলা। নেতিবাচকভাবে নির্দেশ না দেওয়া। যেমন— এখন খেলার সময় নয়— না বলে বলতে হবে 'এখন খেয়ে নাও পরে খেলবে'।

গ বাবার আচরণে সেজানের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

সেজানের পড়ার প্রতি আগ্রহ ও নিজের কাজ নিজে করতে দেখে তার বাবা তাকে ধন্যবাদ জানান। এ ধরনের প্রশংসাসুলভ আচরণ শিশুর মনে আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। প্রশংসা শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। কিভাবে অন্যদের প্রশংসা করতে হয়, তা শেখায়। শিশুদের কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরলে তার সম্পর্কে ভালো ধারণা হয়। সে বুঝতে পারে যে, সে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে। এই আত্মবিশ্বাস তাকে ভালো কিছু করার প্রত্যয়ে আগামীর দ্বার উন্মোচনে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলে। তার মধ্যে কাজ করার উৎসাহ

বাড়ে। শিশুদের ভালো গুণাবলি খুঁজে বের করে তাদের প্রশংসা করতে হবে। তাহলে শিশুরা ভালো কাজগুলো বার বার করবে। অতএব আমরা বলতে পারি, বাবার আচরণে সেজানের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

ঘ আমি মনে করি, সেজানের বাবা-মা তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করছেন। জন্মের সময় শিশুদের কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। পারিবারিক পরিবেশে চারপাশের পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। শিশুকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কতগুলো নীতি রয়েছে। এগুলো হলো— শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন, তাদের প্রশংসা করা, শাস্তি না দেওয়া, শিশুর জন্য হ্যাঁ বলা, শিশুর সাথে ভাব বিনিময়, তাদের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা। নীতিগুলোর অনুসরণে সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে শিশুকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায় বলে আমি মনে করি।

প্রশংসা শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, আত্মবিশ্বাস তৈরি করে; ভালো কাজ করার জন্য তাদের উৎসাহিত করে। সেজানের বাবা তার ভালো কাজের প্রশংসা করেন। মা তার সামনে কারো সাথে উঁচু স্বরে কথা বলেন না এবং কারো প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেন না। এ থেকে বুঝা যায়, তারা শিশু পরিচালনার নীতি সঠিকভাবে পালন করছেন। এছাড়া শিশুর সাথে ভাব বিনিময় করলে তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো জানা যায়। স্কুলে সেজানের মা বন্ধুদের সাথে সেজানের ঝগড়ার কারণ সম্পর্কে জেনে পুনরায় তাকে মিলেমিশে থাকার পরামর্শ দেন; যা তাকে সামাজিক হতে সাহায্য করে। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়; তাই তাদের সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করতে হবে। এতে করে তারা সে ধরনের আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। সঠিক তত্ত্বাবধানেই শিশুর মধ্যে ভালো আচরণ গড়ে ওঠে। সেজানের বাবা-মা এ বিষয়ে বেশ সচেতন বলে আমি মনে করি।

অতএব, সেজানকে তার বাবা-মা সঠিকভাবেই পরিচালিত করেছেন।

প্রশ্ন ২ ▶ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ২নং সৃজনশীল প্রশ্ন

আজাদ রহমান ও সায়া হোসেনের মাঝে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। এমনি এক মুহূর্তে তাদের চার বছরের সন্তান ইনান মায়ের সাথে খেলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। মায়ের কাছে সাড়া না পেয়ে সে বাবার কাছে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার বায়না ধরে। বাবা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে বলেন। বিষয়টি খেয়াল করে দাদি তাকে গল্প শোনানোর কথা বলে কাছে ডেকে নেন। এমন ঘটনা ইনানের পরিবারে প্রায়ই ঘটে। এতে করে দাদির সাথে ইনানের বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ক. শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কী? ১
খ. শালদুধের উপকারিতা বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. ইনানের বিকাশের ক্ষেত্রে ওই পরিবারে দাদির ভূমিকা কীরূপ হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইনানের পারিবারিক পরিবেশ তার যথাযথ বিকাশের অন্তরায়— বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য মায়ের দুধ গুরুত্বপূর্ণ।

খ শালদুধ শিশুর প্রথম টীকা হিসেবে কাজ করে। শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক সক্রিয় কোষ এন্টিবডি ও নানা প্রকার প্রোটিন সমৃদ্ধ। তাই শালদুধ শিশুর বহু রোগ প্রতিরোধ করে। শালদুধ শিশুর পরিপাকে অন্ত্রসমূহকে উদ্দীপিত করে। যার ফলে অন্ত্র থেকে দ্রুত মিকোনিয়াম (শিশুর প্রথম মল) পরিষ্কার হয়। এ অবস্থা জন্ডিস সৃষ্টিকারী জীবাণু শরীর থেকে বের হয়ে যেতে সাহায্য করে।

গ ইনানের বিকাশের ক্ষেত্রে ঐ পরিবারের দাদির ভূমিকা শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করেছে।

উদ্দীপকে দেখি আজাদ রহমান ও সায়া হোসেন স্বামী-স্ত্রী। তাদের চার বছরের সন্তান ইনান। তাদের ঝগড়ার মুহূর্তে ইনান মায়ের সাথে খেলতে চায়। এতে তার মা সাড়া দেয় না। তারপর ইনান তার বাবার কাছে বেড়াতে যাওয়ার বায়না ধরে। ইনানের বাবা-মা সামান্য কথা কাটাকাটি করে ইনানকে ধমক দিয়ে বসিয়ে রেখেছে। বিষয়টি তার দাদি লক্ষ করে ইনানকে তার কাছে ডেকে আনেন এবং গল্প শোনান। এভাবে দাদির সাথে তার ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পাঠ্যবইয়ে দেখি, শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করে শিশুকে সুখী করা যায়। শিশুকে আদর করে সময়মতো তার চাহিদা পূরণ করতে হয়। শিশুকে আদর করলে শিশুর মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি আসে। তাই বলা যায়, ইনানের বিকাশের ক্ষেত্রে তার দাদির ভূমিকা শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করেছে।

ঘ ইনানের পারিবারিক পরিবেশ তার যথাযথ বিকাশের অন্তরায়।

পাঠ্যবইয়ে দেখি, শিশুর সাথে গলার স্বর নিচু করে কথা বলতে হবে। শিশুর সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলা যাবে না। শিশুর মনের ভাব বুঝে তাদের সাথে সহজ সরল ভাষায় কথা বলা উচিত। শিশুর বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে শিশুর বিকাশ যেমন ভালো হয় তেমনি সময়ও আনন্দে কাটে। শিশুকে খেলাধুলা করার সুযোগ দিতে হবে। শিশুর সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। শিশুর সামনে কোনো খারাপ আচরণ করা যাবে না। কারণ শিশুরা অনুকরণ করে। উদ্দীপকে দেখি, ইনানের বাবা-মায়ের মাঝে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। তখন তারা ইনানের ইচ্ছার কোনো মূল্যায়ন করে না। বাবা-মা তার আবদার রাখে না। বরং ইনানের সাথে তারা খারাপ আচরণ করে। ধমক দিয়ে বসিয়ে রাখে। এতে ইনানের মন খারাপ হয়। যা ইনানের বিকাশের অন্তরায়। তাই বলা যায়, ইনানের পারিবারিক পরিবেশ তার যথাযথ বিকাশের অন্তরায়।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর | নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ৩ ▶ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

রত্নার তিন বছরের মেয়ে মাহি খুবই চঞ্চল। সারাদিন ছোটাছুটি করে, স্থির হয়ে বসে না। রত্না তাকে দুষ্টামির জন্য প্রায়ই ধমক দেন, বকাবকি করেন। অনেক সময় মাহি মায়ের ভয়ে চুপ করে থাকে। অন্যদিকে, সালমা ও তার স্বামী ইমরান সারাদিন অফিস করে বাসায় এসে তাদের ছোট বাচ্চাটিকে নিজ হাতে খাওয়ায়। ইমরান যতক্ষণ বাসায় থাকে বাচ্চাটার সাথে খেলা করে। রাতের বেলায় বাচ্চাটাকে নিজেদের কাছে নিয়ে ঘুমায়। এতে করে বাচ্চাটি নিরাপদবোধ করে।

ক. নবজাতককালের বয়সসীমা কত? ১
খ. ভারসাম্য রাখতে পারা কোন ধরনের বিকাশ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রত্নার শিশু পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন নীতিটির অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশুটির সুষ্ঠু বিকাশে সালমা ও ইমরানের ভূমিকাটি কি পর্যাপ্ত? সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক নবজাতককালের বয়সসীমা জন্ম মুহূর্ত থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কাল।

খ ভারসাম্য রাখতে পারা হলো সঞ্চালনমূলক বিকাশের অন্তর্ভুক্ত। জন্মের পর শিশুর হাত-পা নাড়াতে পারা, বসতে পারা, হাঁটতে-দৌড়াতে পারা, ধরতে পারা, লাথি মারা, ভারসাম্য বজায় রাখতে পারাকে সঞ্চালনমূলক বিকাশ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে রত্নার শিশু পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুকে শাস্তি না দেওয়া নীতিটির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

শিশুকে কোনো কাজের জন্য শাস্তি দিলে তা শিশুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শাস্তি দুই ধরনের হয়। যথা—শারীরিক শাস্তি ও মানসিক শাস্তি। শারীরিকভাবে আঘাত করা, মারা, খেতে না দেওয়া ইত্যাদি শারীরিক শাস্তি। মানসিক শাস্তি হলো শিশুকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা, বকাবকি করা, দোষারোপ করা, মনোযোগ না দেওয়া, লজ্জা দেওয়া, ঘরে বন্দি করে রাখা ইত্যাদি। শিশুকে যেকোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া হোক না কেন তা শিশুর আত্মবিশ্বাস কমায়, শিশু ভীত ও লাজুক হয়ে বেড়ে ওঠে। মানসিক শাস্তি শিশুর পরবর্তী জীবনেও খারাপ প্রভাব ফেলে। উদ্দীপকে দেখা যায়, রত্নার তিন বছরের মেয়ে মাহি খুবই চঞ্চল। সে সারাদিন ছোটাছুটি করে, স্থির হয়ে বসে থাকে না। রত্না তাকে দুষ্টামির জন্য প্রায়ই ধমক দেন, বকাবকি করেন। ফলে মাহি অনেক সময় মায়ের ভয়ে চুপ করে থাকে। রত্নার এরূপ আচরণ মানসিক শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের শাস্তি মাহির আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেবে। সে ভীত ও লাজুক হয়ে বেড়ে উঠবে। এ ধরনের শাস্তি তার পরবর্তী জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে রত্নার কর্মকাণ্ডে শিশুর পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুকে শাস্তি না দেওয়া নীতিটির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশুটির সুষ্ঠু বিকাশে সালমা ও ইমরানের ভূমিকা পর্যাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

মা-বাবার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর ইতিবাচক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে মা-বাবার স্নেহ শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। যে পরিবার মায়ের পাশাপাশি বাবারাও শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেন, শিশু লালন-পালনে স্নেহপূর্ণ অংশ নেন সে পরিবারের শিশুর মধ্যে বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা কম দেখা যায়। এক্ষেত্রে শুধু সন্তানের সাথেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করলেই হবে না। মা-বাবা নিজেদের মধ্যে ও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কারণ সুখী মা-বাবার সন্তানেরাও সুখী থাকে। মা-বাবার সান্নিধ্যে শিশুরা অনেক বেশি নিরাপদবোধ করে এবং আনন্দ পায়। উদ্দীপকেও দেখা যায়, সালমা ও তার স্বামী ইমরান সারাদিন অফিস করে বাসায় এসে তাদের ছোট বাচ্চাটিকে খাওয়ায়। ইমরান যতক্ষণ বাসায় থাকে। বাচ্চাটার সাথে খেলা করে। তারা রাতের বেলা বাচ্চাকে নিজেদের কাছে নিয়ে ঘুমায়। এতে করে বাচ্চাটি নিরাপদবোধ করে। এক্ষেত্রে সালমা ও ইমরান এমন ইতিবাচক আচরণ বাচ্চাটির সুষ্ঠু বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশুটির সুষ্ঠু বিকাশে সালমা ও ইমরানের ভূমিকাটি পর্যাপ্ত ও যথার্থ।

প্রশ্ন ৪ ▸ রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

অভি দ্বিতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ত্রিশতম হলেও তার মা তাকে বলেন যে, তুমি অনেকের চেয়ে ভালো। চেষ্টা করলে তুমি আরও ভালো করবে। তিনি অভির ছোট ছোট ভুলগুলো সংশোধন করে দেন। ফলে দিন দিন অভির উন্নতি হচ্ছে। এদিকে অভির বাবা অভির কোনো চাওয়াকে না বলেন না। বরং তিনি ইতিবাচকভাবে উত্তর দেন। এতে অভি বাবা-মার প্রতি অত্যন্ত খুশি।

ক. শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচিত হয় কখন? ১
খ. শিশুর প্রথম মল পরিষ্কার হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অভির বাবার মধ্যে শিশু পরিচালনার কোন নীতিটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অভিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলার ক্ষেত্রে তার মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর :

ক জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের মূলভিত্তি রচিত হয়।

খ শিশু জন্মের প্রথম ৫ পাঁচ দিন শালদুধ অল্পমাত্রায় আসে। তবে এই পরিমাণই নবজাতকের শারীরিক সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট। শালদুধ শিশুর পরিপাচক অন্ত্রসমূহকে উদ্দীপিত করে। যার ফলে অন্ত্র থেকে দ্রুত মিকোনিয়াম বা শিশুর প্রথম মল পরিষ্কার হয়।

গ উদ্দীপকের অভির বাবার মধ্যে শিশু পরিচালনায় শিশুর জন্য হ্যাঁ বলা নীতিটি প্রতিফলিত হয়েছে।

শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা। শিশুদের প্রতি যেকোনো আদেশ অথবা নির্দেশ সবসময় ইতিবাচকভাবে বলা উচিত এবং নেতিবাচকভাবে নির্দেশ না দেওয়া উচিত। কেননা ইতিবাচক নির্দেশ নেতিবাচক নির্দেশ অপেক্ষা কম প্রতিবাদ আনে। এতে কাজ ভালো হয়। বড়দের ইতিবাচক উক্তি, মন্তব্য শিশুকে নিজের প্রতি আস্থাশীল করে তোলে। সে সফল হওয়ার চেষ্টা চালায় এবং কাজ করতে উৎসাহী হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, অভির বাবা তার কোনো চাওয়াকে না করেন না এবং ইতিবাচকভাবে উত্তর দেন। এতে অভি তার বাবার ওপর অত্যন্ত খুশি হয়।

ঘ উদ্দীপকে অভিকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে তার মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর ইতিবাচক বিকাশে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা খাদ্য ও নানা ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজে মায়ের ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়। একজন মা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে শিশুকে উপযুক্ত ও সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। মায়েরা শিশুদের সাথে খেলা করেন, গল্প বলেন, ভালো কাজ করেন এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন। তারা শিশুর মধ্যে ভালো গুণাবলি খুঁজে তার প্রশংসা করেন। প্রশংসা শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। শিশুর ভালো কাজের দিকগুলো এমনভাবে তুলে ধরেন যাতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ফলে নিজ সম্পর্কে ভালো ধারণা তৈরি হয় এবং সে বুঝতে পারে যে, সে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে। উদ্দীপকের অভিও বার্ষিক পরীক্ষায় ত্রিশতম হলে তার মা তাকে বকা না দিয়ে বরং প্রশংসা করে বলেন, তুমি অনেকের থেকে ভালো এবং চেষ্টা করলে আরও ভালো করবে। এছাড়া তিনি অভির ছোট ছোট ভুল সংশোধন করে দেন। অভির মায়ের এমন প্রশংসা অভিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং দিন দিন তার উন্নতি হতে থাকে। সুতরাং অভিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলার ক্ষেত্রে তার মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ —এ উক্তিটি যথার্থ ছিল।

প্রশ্ন ৫ ▸ ঢাকা, কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড ২০২২

শামিম ও সিফাত চাচাতো ভাই। স্বামীর মৃত্যুতে শামিমের মা আর্থিক সংকটে পড়েন। ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর শামিম লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে সিফাত পড়াশুনায় দুর্বল; কিন্তু এ বিষয়টি সিফাতের বাবা কোনোভাবেই মেনে নেন না। পরীক্ষায় সিফাত ফেল করলে বাবা তাকে তিরস্কার করেন। রোদে দাঁড় করিয়ে রাখেন।

ক. শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ কী? ১
খ. বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর বিকাশে কীরূপ ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শামিমের লেখাপড়া বন্ধের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সিফাতের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য শিশু পরিচালনার কোন নীতির অভাব রয়েছে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা।

খ গবেষকরা দেখেছেন, বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। শিশুর লালন-পালনে বাবার অংশগ্রহণ মায়ের তুলনায় কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি। যে পরিবারে বাবা শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেন, শিশু লালন-পালনে মেহপূর্ণ অংশ নেন, সেই পরিবারের শিশুর মধ্যে বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা কম দেখা যায়। এমনকি বাবার অংশগ্রহণ, শিশুর কৈশোরের মাদকাসক্তি বা অপরাধমূলক কাজ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে স্বামীর মৃত্যুর পর শামিমের মা আর্থিক সংকটে পড়েন। যার দরুন শামিম লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। পারিবারিক বিপর্যয় এক্ষেত্রে শামিমের লেখাপড়া বন্ধের কারণ। বাবা কিংবা মা যে কারও মৃত্যুতেই পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। পরিবারে সাধারণত বাবা উপার্জন করেন। এ কারণে বাবার মৃত্যুতে পরিবারে আর্থিক সংকট প্রকট হয়। পরিবারে বিভিন্ন বয়সের শিশু থাকলে, তাদের ভরণপোষণ, লেখাপড়ার খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। উদ্দীপকে শামিমের বাবা মারা যাওয়ায় তার পরিবারে যে বিপর্যয়টি নেমে আসে তা হলো আর্থিক সংকট। এ ধরনের বিপর্যয়ে শামিম পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি চরম আর্থিক সংকটেও পতিত হয়, যা তার লেখাপড়া বন্ধের প্রধান কারণ। সুতরাং সুস্পষ্টরূপে শামিমের লেখাপড়া বন্ধের কারণ ছিল তার পিতার মৃত্যুতে সৃষ্ট আর্থিক সংকট তথা পারিবারিক বিপর্যয়।

ঘ উদ্দীপকে সিফাতের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য শিশু পরিচালনার শিশুকে শাস্তি না দেওয়া নীতির সভাব রয়েছে বলে আমি মনে করি। সিফাত পড়াশোনায় দুর্বল হওয়ায় তার বাবা কোনোভাবেই এটি মেনে নেন না। পরীক্ষায় ফেল করলে এক্ষেত্রে তার বাবা তিরস্কার ও রোদে দাঁড় করানো– উভয় শাস্তিই দেন, যা শারীরিক ও মানসিক উভয় শাস্তিকে নির্দেশ করে।

আমরা জানি, শিশু পরিচালনার অন্যতম নীতি হলো– শিশুকে শাস্তি না দেওয়া। কারণ, শিশুকে শাস্তি দিলে তা শিশুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শিশুকে শারীরিক বা মানসিক যেকোনো ধরনের শাস্তিই দেওয়া হোক না কেন তা শিশুর আত্মবিশ্বাস কমায়, শিশুকে ভীত ও লাজুক করে তোলে। শিশু সে ক্ষেত্রে সংশোধিত হওয়ার উৎসাহ না পেয়ে বরং বেপরোয়া হয়ে ওঠে। শিশুকে প্রশংসা করলে শিশু যেমন উৎসাহিত হয়, তিরস্কার করলে বা শাস্তি দিলে তদ্রূপ অনুৎসাহিত হয়, যা শিশুকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং আলোচনার আলোকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, উদ্দীপকের সিফাতের সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায় হলো– "শিশুকে শাস্তি না দেওয়া" নীতিটির অভাব।

প্রশ্ন ৬ ▸ ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড ২০২০

জনাব রব্বানী এবং তার স্ত্রী জমিলা ব্যবসায় ও চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। বরং সন্তানদের অতিরিক্ত শাসনে রাখেন। তাছাড়া তারা দুষ্টুমি করলে জমিলা তাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখেন। জমিলার শাশুড়ি সন্তানদের এভাবে শাসন করতে নিষেধ করেন এবং সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে যথেষ্ট সময়দানের পরামর্শ দেন।

ক. জয় অসংগতা কী? ১

খ. কোনটিকে শিশুর প্রথম টিকা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জমিলার এ আচরণ সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশকে বিঘ্নিত করছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "শাশুড়ির পরামর্শই পারে জমিলার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে" – এ সম্পর্কে তোমার মতামত উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর :

ক Rh অসংগতা হলো মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে মিল না থাকা।

খ মায়ের বুকের প্রথম দুধ অর্থাৎ শালদুধকে শিশুর প্রথম টিকা বলা হয়। শালদুধ বা কলোস্ট্রাম নানারকম প্রতিরোধমূলক (ইমিউনোলোজিক্যাল) সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। তাই একে শিশুর প্রথম টিকা বলা হয়।

গ সন্তানের প্রতি জমিলার আচরণ তার সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশকে বিঘ্নিত করছে বলে আমি মনে করি।

সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে যেমন একটি শিশুকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা যায় তেমনি সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে শিশুর মধ্যে অনেক ধরনের আচরণগত সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই সন্তান পরিচালনার ব্যাপারে মাকে যথেষ্ট সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু উদ্দীপকের জমিলা তার সন্তানদের যেভাবে শাসন করেন বা ঘরের মধ্যে বন্দি করে শাস্তি দেন তা সন্তানের প্রতি মায়ের অনুচিত ব্যবহার। শিশুর কোনো কাজের জন্য তাকে শাস্তি দিলে তা শিশুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শাস্তি দুই ধরনের হয়— শারীরিক শাস্তি ও মানসিক শাস্তি। শারীরিকভাবে আঘাত করা, মারা, খেতে না দেওয়া ইত্যাদি শারীরিক শাস্তি। মানসিক শাস্তি হলো— শিশুকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা, বকাবকি করা, দোষারোপ করা, মনোযোগ না দেওয়া, লজ্জা দেওয়া, ঘরে বন্দী করে রাখা ইত্যাদি। শিশুকে যে কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া হোক না কেন তা শিশুর আত্মবিশ্বাস কমায়, শিশু ভীতু এবং লাজুক হয়ে বেড়ে উঠে। অনেক সময় বোঝাই যায় না যে, শিশুর প্রতি যে আচরণটি করা হচ্ছে, সেটা তার জন্য মানসিক শাস্তিস্বরূপ কি না। মানসিক শাস্তিতে শিশুর পরবর্তী জীবনেও খারাপ প্রভাব পড়ে। শিশুর কোনো আচরণ সংশোধনের প্রয়োজন হলে ওই নির্দিষ্ট আচরণ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করতে হবে। আচরণটি কেন খারাপ, ওই আচরণের খারাপ ফলাফল তাকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জমিলার আচরণ তার সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশকে বিঘ্নিত করছে।

ঘ "শাশুড়ির পরামর্শই পারে জমিলার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে" – প্রশ্নের এ মন্তব্যটির সাথে আমি একমত পোষণ করি।

শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের সচেতন থাকা আবশ্যক। শিশুরা কাদা মাটির মতো হয়। সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে শিশুটিকে মনমতো ছাঁচে গড়ে তোলা যায় এবং শিশুর সামর্থ্য বাড়ানো যায়। এক্ষেত্রে শিশুকে শাসন না করে তাকে ভালোবেসে বোঝাতে হবে। উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব রব্বানী এবং তার স্ত্রী জমিলা ব্যবসায় ও চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। সন্তানদের অতিরিক্ত শাসনে রেখে এবং তাদেরকে দুষ্টুমির শাস্তি হিসেবে ঘরে বন্দি রেখে তারা অনুচিত ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন। এক্ষেত্রে জমিলার শাশুড়ি সন্তানদের এভাবে শাসন করতে এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার পরামর্শ দেন। তার এরূপ পরামর্শ পুরাপুরি যৌক্তিক। শিশুর সাথে খেলা করা, গান, ছড়া, গল্প বলা তার সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটায়। শিশুকে বাইরে নিয়ে গেলে সে বাইরের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পারিবারিক কাজে শিশুকে সাথে নিলে এতে শিশুর নিজের দক্ষতা সম্পর্কে আস্থা আসে। এছাড়া শিশুকে কাছে রাখা, শারীরিক সংস্পর্শ, শিশুকে আদর-মেহ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মা-বাবার সাথে শিশুর বন্ধনকে মজবুত করে। শৈশবে মা-বাবা শিশুকে যত বেশি সময় দেবে এবং মেহ করবে তাদের বন্ধন তত দৃঢ় হবে এবং এ বন্ধন তাদের পরবর্তী বয়সে মা-বাবার সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে। সন্তানকে অযথা শাসন করা বা ঘরবন্দি করে রাখা কখনো তাদের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে না। তাই আমি মনে করি জমিলার শাশুড়ির পরামর্শই পারে জমিলার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে।

প্রশ্ন ৭ ▸ সকল বোর্ড ২০১৮

আবিরের মা ভুলের জন্য আবিরকে বকাঝকা করেন না। ভালো কাজের প্রশংসা করেন। এতে তার আত্মবিশ্বাস ও কাজের প্রতি উৎসাহ বেড়ে যায়। অন্যদিকে আবিরের খালাতো ভাই আরমান চঞ্চল। তাকে সবাই বকাঝকা করে। হাতের লেখা খারাপ ও বানান ভুলের কারণে পরীক্ষায় খারাপ করে। পড়ালেখায় উৎসাহ কমে যায় ও আত্মবিশ্বাস হারাতে থাকে। মা চিন্তিত হয়ে শিক্ষকের কাছে গেলে শিক্ষক বলেন, "আরমানের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণই পারে তার উৎসাহ ফিরিয়ে আনতে।"

ক. টডলারহুড কাকে বলে? ১

খ. শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আবিরের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় কোন নীতির কারণে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে শিক্ষকের মন্তব্যটি যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিশুর বয়স দুই সপ্তাহ থেকে দুই বছর পর্যন্ত সময়কালকে টডলারহুড বলা হয়।

খ শিশুর বিভিন্ন ধরনের চাহিদার মধ্যে রাতে মা-বাবার ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া অন্যতম। জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো জরুরি। এতে মা রাতে শিশুর চাহিদা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবং মায়ের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়। এছাড়া রাতে শিশুর আশপাশে মা-বাবার উপস্থিতি শিশুর জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে। বিছানায় যাওয়ার আগে প্রত্যেক শিশু মা-বাবাকে কাছে পেতে চায়। ঘুমে যাওয়ার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এটা খুবই সাধারণ ঘটনা। কখনো বড় শিশুরাও তাদের সারাদিনের কর্মকাণ্ড ঘুমানোর আগে মা-বাবাকে বলতে পছন্দ করে। তাই শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো গুরুত্বপূর্ণ।

গ 'শিশুকে প্রশংসা করা' শিশু পরিচালনা নীতিগুলোর অন্যতম। আর এ নীতির সঠিক বাস্তবায়নের কারণেই উদ্দীপকে উল্লিখিত আবিরের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

প্রশংসা শিশু পরিচালনার এমন এক নীতি, যা শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। কীভাবে অন্যদের প্রশংসা করতে হয় তা শেখায়। শিশুর কাজের ভালো দিকগুলো যদি তুলে ধরা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। নিজ সম্পর্কে তার ভালো ধারণা হয়। সে বুঝতে পারে, সে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে। শিশুর মধ্যে ভালো গুণাবলি খুঁজে তার জন্য তাকে প্রশংসা করতে হবে। এই প্রশংসা তার কাজের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কোনো না কোনো ভালো গুণ বা আচরণ পাওয়া যায়। এই ভালো গুণ বা আচরণকে প্রশংসা করা হলে শিশু ভালো কাজগুলো বারবার করে। সে বুঝতে পারে, কী কী পারে এবং তার মধ্যে কী কী গুণ আছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, আবিরের মা ভুলের জন্য আবিরকে বকাঝকা করেন না। ভালো কাজের প্রশংসা করেন। এতে তার আত্মবিশ্বাস ও কাজের প্রতি উৎসাহ বেড়ে যায়।

উপরিউক্ত উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, 'শিশুকে প্রশংসা করা' নীতির কারণেই আবিরের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের মন্তব্যটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

শিশু পরিচালনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ও শিশুকে সুখী করা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা থাকে যেগুলোকে ইংরেজি three A's for happiness দিয়ে এবং বাংলায় সুখের ৩টি 'স' দিয়ে বোঝানো হয়।

স-স্বীকৃতি A- Acceptance

স- স্নেহ A- Affection

স- সাফল্য A - Achievement

স্বীকৃতি : সকল শিশুর চেহারা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি একরকম হয় না। এখানে স্বীকৃতি বলতে শিশু যেভাবে আছে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করাকে বোঝায়। শিশুটি দেখতে ভালো বা খারাপ, পঙ্গু বা স্বাভাবিক, বুদ্ধি কম বা বেশি, ছেলে বা মেয়ে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। শিশুটি যেমন ঠিক তেমনিভাবে তাকে গ্রহণ করা, তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সেভাবে উৎসাহ দিলে শিশু সুখী থাকে এবং তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

স্নেহ : প্রত্যেক শিশুর মধ্যে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার চাহিদা থাকে। শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, তাকে সময় দেওয়া, কিছু শেখানো ইত্যাদি সবকিছুই যদি আদরের সাথে হয়, তাহলে শিশুর মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি আসে। তখন সে তার পরিবেশকে ভয় পায় না।

সাফল্য : প্রত্যেক শিশু সফলতা চায়। সে কোনো কাজ পারলে খুশি হয়। এজন্য শিশুর ভালো কাজ বা কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা হলে সে নিজের শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে বা বুঝতে পারে যে সে কি পারে। এই উৎসাহ তাকে সফলতার অভিজ্ঞতা দেয় এবং শিশুটি পরিতৃপ্ত ও সুখী থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শিক্ষকের মন্তব্যটি যথার্থ।

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ৮ ▸ রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

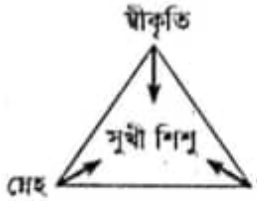

ক. শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার অন্যতম কাজটি কার? ১

খ. শিশুকে প্রশংসা করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয় ছাড়াও শিশু পরিচালনার আরও নীতি রয়েছে –বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা পরিবারের অন্যতম একটি কাজ।

খ প্রশংসা করলে শিশুর ক্ষমতা বাড়ে, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। আত্মবিশ্বাস বাড়ে, ফলে কাজ করার আগ্রহ জন্মে। প্রশংসার ফলে শিশু ভালো কাজগুলো বারবার করে এবং বুঝতে পারে যে সে কী কী পারে এবং তার মধ্যে কী কী গুণ আছে।

গ উদ্দীপকের বিষয়বস্তু শিশু পরিচালনার একটি নীতি। শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করাকে নির্দেশ করেছে। পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা ব্যাখ্যা করা হলো।

শিশু পরিচালনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ও শিশুকে সুখী করা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা থাকে যেগুলোকে বাংলায় সুখের ৩টি 'স' দিয়ে বোঝানো হয়।

স্বীকৃতি : সকল শিশুর চেহারা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি একরকম হয় না। এখানে স্বীকৃতি বলতে শিশু যেভাবে আছে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করাকে বোঝায়। শিশুটি দেখতে ভালো বা খারাপ, পঙ্গু বা স্বাভাবিক, বুদ্ধি কম বা বেশি, ছেলে বা মেয়ে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। শিশুটি যেমন ঠিক তেমনিভাবে তাকে গ্রহণ করা, তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সেভাবে উৎসাহ দিলে শিশু সুখী থাকে এবং তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

স্নেহ : প্রত্যেক শিশুর মধ্যে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার চাহিদা থাকে। শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, তাকে সময় দেওয়া, কিছু শেখানো ইত্যাদি সবকিছুই যদি আদরের সাথে হয়, তাহলে শিশুর মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি আসে।

সাফল্য : প্রত্যেক শিশু সফলতা চায়। সে কোনো কাজ পারলে খুশি হয়। এজন্য শিশুর ভালো কাজ বা কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা হলে সে নিজের শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে বা বুঝতে পারে যে সে কী পারে। এই উৎসাহ তাকে সফলতার অভিজ্ঞতা দেয় এবং শিশুটি পরিতৃপ্ত ও সুখী থাকে।

সুতরাং এভাবেই শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত "শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা।" বিষয়টি ছাড়াও শিশু পরিচালনার আরও কিছু নীতি আছে সেগুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

১. শিশু অনুকরণ করে। তাই তাদের সামনে ভালো আচরণ উপস্থাপন করা দরকার।
২. প্রশংসা শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয় আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। তাই শিশুর ভালো গুণাবলির প্রশংসা করতে হবে। শিশুর ভালো গুণ বা আচরণের প্রশংসা করলে কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ বেড়ে যায়।
৩. শিশুর কাজের জন্য শাস্তি দিলে তা শিশুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। কেননা এতে শিশু ভীত এবং লাজুক হয় বেড়ে ওঠে। কোনো অন্যায় করে থাকলে তাকে শাস্তি না দিয়ে সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ শিশুকে ইতিবাচক ভাবে পরিচালনা করা। নেতিবাচক নির্দেশনাগুলোকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করলে শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় এবং যেকোনো কাজ উৎসাহ নিয়ে করতে চায়।
৫. শিশুর সাথে কথা বলার সময় শিশুর মনের ভাব বুঝে চোখে চোখ রেখে বন্ধুর মতো কথা বলতে হয়।
৬. শিশুর পরিচালনার অন্যতম নীতি হলো শিশুর জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করা। গৃহের ভিতরে শিশুর জন্য নিরাপদ খেলার স্থান ও খেলনার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রশ্ন ৯ ▸ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

তৃহার বয়স ৩ বছর। সারাক্ষণ বাসা মাতিয়ে রাখে সে। সকালে ঘুম থেকে ওঠেই সে একা একা দৌড়-ঝাঁপ, দুষ্টুমি ও খেলাধুলা করে। বাবা-মা চাকরি করার সুবাদে রাতে তারা বাসায় ফেরার সাথে সাথে সে একের পর এক প্রশ্ন করে তাদেরকে বিরক্ত করে ফেলে। ফলে বাবা-মা প্রায়ই তাকে বকাঝকা করেন ও শাস্তি দেন।

ক. শিশু বিজ্ঞানীগণ জন্মের মুহূর্তে শিশুকে কার সাথে তুলনা করেছেন? ১
খ. শাল দুধের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তৃহাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে বাবা-মায়ের করণীয় বিষয়সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। ৩
ঘ. তৃহাকে বকাঝকা করা ও শাস্তি দেওয়া কি ঠিক ছিল? মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিশু বিজ্ঞানীগণ জন্মের মুহূর্তে শিশুকে সাদা কাগজের সাথে তুলনা করেছেন।

খ শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। শালদুধ শিশুর পরিপাচক অন্ত্রসমূহকে উদ্দীপিত করে। যার ফলে অন্ত্র থেকে দ্রুত মিকোনিয়াম (শিশুর প্রথম মল) পরিষ্কার হয়। এ অবস্থা জন্ডিস সৃষ্টিকারী জীবাণু শরীর থেকে বের হয়ে যেতে সাহায্য করে।

গ তৃহাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে তার বাবা-মায়ের করণীয় বিষয়সমূহ হচ্ছে— তৃহার সাথে খেলা করা, গান, ছড়া, গল্প বলা— যা তৃহার সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটাবে। তৃহাকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এ থেকে তৃহার বাইরের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। পারিবারিক কাজে তৃহাকে সাথে নিতে হবে। (যেমন— বাগানে পানি দেওয়া, ঘর পরিষ্কারের কাজ ইত্যাদি)। এতে তৃহা নিজের দক্ষতা সম্পর্কে আস্থা আসবে। এছাড়া জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুকে বেশি কাছে রাখা, শারীরিক সংস্পর্শ, শিশুকে আদর, স্নেহ করা, বিষয়গুলো শিশুর সাথে মা-বাবার বন্ধনকে মজবুত করে। শৈশবে মা-বাবা শিশুকে যত বেশি সময় দেবে এবং স্নেহ করবে তাদের বন্ধন ততই দৃঢ় হবে এবং এ বন্ধন তাদের পরবর্তী বয়সে মা-বাবার সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, উপর্যুক্ত কাজগুলোর মাধ্যমে তৃহার বাবা-মা তৃহাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের তৃহাকে বকাঝকা করা ও শাস্তি দেওয়া ঠিক ছিল না বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকের তৃহার বয়স ৩ বছর। সকালে ঘুম থেকে ওঠেই সে একা একা দৌড়-ঝাঁপ, দুষ্টুমি ও খেলাধুলা করে। বাবা-মা চাকরি করার সুবাদে রাতে তারা বাসায় ফেরার সাথে সাথে সে একের পর এক প্রশ্ন করে তাদেরকে বিরক্ত করে ফেলে। ফলে বাবা-মা প্রায়ই তাকে বকাঝকা করেন ও শাস্তি দেন। এতে তা শিশুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। কেননা শিশুকে যে কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া হোক না কেন তা শিশুর আত্মবিশ্বাস কমায়, শিশু ভীত এবং লাজুক হয়ে বেড়ে ওঠে। অনেক সময় বোঝাই যায় না যে, শিশুর প্রতি যে আচরণটি করা হচ্ছে, সেটা তার জন্য মানসিক শাস্তিস্বরূপ কি না। মানসিক শাস্তিতে শিশুর পরবর্তী জীবনেও খারাপ প্রভাব পড়ে। শিশুর কোনো আচরণ সংশোধনের প্রয়োজন হলে ওই নির্দিষ্ট আচরণ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করতে হবে। আচরণটি কেন খারাপ, ওই আচরণের খারাপ ফলাফল তাকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এ কারণে তৃহাকে বকাঝকা করা ও শাস্তি দেওয়া ঠিক হয়নি।

সুতরাং বলা যায়, তৃহার বাবা-মায়ের তাকে বকাঝকা করা ও শাস্তি দেওয়া ঠিক ছিল না।

প্রশ্ন ১০ ▸ মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা

মিলার মা সবসময় মিলার সাথে খেলেন। এছাড়াও গান, গল্প বলেন। তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যান। পারিবারিক কাজে মিলাকে সাথে নিয়ে যান। তার সামনে সবসময় ভালো আচরণ উপস্থাপন করেন। মিলার মা বলেন, শিশু পরিচালনায় শিশুর মনতাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করতে পারলেই শিশুর আত্মবিশ্বাস গঠন হবে।

ক. কত বছর বয়স পর্যন্ত মানবদেহে বর্ধন চলে? ১
খ. বংশগতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিলার মা মিলার সাথে কী রকম আচরণ উপস্থাপন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মিলার মায়ের উক্তিটি আলোচনা কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর :

ক সাধারণত ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত মানবদেহে বর্ধন চলে।

খ শিশু জন্মসূত্রে তার বাবা-মা কিংবা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে সেটিই বংশগতি। বংশগতি দিয়ে শিশু তার জীবন শুরু করে। মানুষের উচ্চতা, দেহের গঠন, চুল, চোখ, চামড়ার রং ইত্যাদি দৈহিক বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন মানসিক গুণাবলি বংশগতির কারণে একেক জনের একেক রকম হয়। বংশগতির প্রভাব জীবনের সূচনা থেকে শুরু করে সারা জীবনব্যাপী চলতে থাকে।

গ উদ্দীপকে মিলার মা মিলার সাথে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করেন।

শিশু পরিচালনার অন্যতম একটি নীতি হলো শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করা। শিশুরা অনুকরণ করে। যারা তাদের কাছাকাছি থাকে তাদের আচরণ অনুসরণ করে। শিশুদের যা যা করতে বলা হয় বা যা যা করতে নিষেধ করা হয় তার চেয়ে পরিবারের বড় সদস্যরা যা যা করেন, সেগুলোই তারা অনুকরণ করে। এ কারণে শিশুর সামনে ভালো আচরণ উপস্থাপন করা দরকার। কোনো আচরণ শেখাতে হলে বড়দের সেই আচরণে অভ্যস্ত হতে হয়। যেমন– বড়দের শ্রদ্ধা করা, একে অন্যকে সাহায্য করা ইত্যাদি। আবার কোনো আচরণ করতে নিষেধ করা হলে বড়দেরও সেই আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন– মিথ্যা কথা না বলা, ঝগড়া না করা ইত্যাদি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মিলার মা সবসময় মিলার সাথে খেলেন। গান, গল্প বলেন, তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যান। পারিবারিক কাজে মিলাকে সাথে নিয়ে যান। তার সামনে সবসময় ভালো আচরণ উপস্থাপন করেন। অতএব, মিলার মা মিলার সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করেন।

ঘ "শিশু পরিচালনায় শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করতে পারলেই শিশুর আত্মবিশ্বাস গঠন হবে"– মিলার মায়ের এ উক্তিটি যথার্থ।

স্বীকৃতি, স্নেহ, সাফল্য এই তিন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শিশু সুখী ও পরিতৃপ্ত হতে পারে। শিশু পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ও তাকে সুখী করা। সকল শিশুর চেহারা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি এক রকম হয় না। শিশুটি দেখতে ভালো বা খারাপ, পঙ্গু বা স্বাভাবিক, বুদ্ধি কম বা বেশি, ছেলে বা মেয়ে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। কেননা শিশুটি যেমন ঠিক তেমনভাবে তাকে গ্রহণ করলে, তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দিলে শিশুটি সুখী ও পরিতৃপ্ত থাকে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার চাহিদা থাকে। শিশুর যত্ন ও পরিচর্যা, তাকে সময় দেওয়া, কিছু শেখানো ইত্যাদি সবকিছু যদি আদরের সাথে হয়, তাহলে শিশুর মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি আসে। প্রত্যেক শিশু সফলতা চায়। সে কোনো কাজ পারলে খুশি হয়। এজন্য শিশু ভালো কাজ করলে বা তার কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরলে সে নিজের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে বা বুঝতে পারে যে সে কতটা সক্ষম। এই উৎসাহ তাকে সফলতার অভিজ্ঞতা দেয় এবং শিশুটি পরিতৃপ্ত ও সুস্থ থাকে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মিলার মায়ের উক্তিটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ১১ ▸ ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা

মিসেস শবনম সম্প্রতি পুত্র সন্তানের মা হয়েছেন। সন্তানের সুস্থতার জন্য তিনি সন্তানকে বুকের দুধ পান করান। এতে মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আর এভাবেই মা ও শিশুর মধ্যে বন্ধনপ্রক্রিয়া শুরু হয়।

ক. মিকোনিয়াম কী? ১

খ. শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. মিসেস শবনম কীভাবে তার সন্তানের রোগ প্রতিরোধক শক্তি তৈরিতে সাহায্য করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়াও মিসেস শবনম তার সন্তানের সাথে আরও কী কী প্রক্রিয়ায় বন্ধন দৃঢ় করতে পারবেন– বর্ণনা কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর :

ক মিকোনিয়াম হলো– শিশুর প্রথম মল।

খ ১৭৯ পৃষ্ঠার ১নং-এর (খ) প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

গ মিসেস শবনম তার সন্তানকে শালদুধ দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে রোগপ্রতিরোধক শক্তি তৈরিতে সাহায্য করেন।

মায়ের দুধ শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা। মায়ের বুকের প্রথম দুধকে শালদুধ বলে। এটি শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। এই দুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। শিশুর জন্মের প্রথম ৫ দিন শালদুধ অল্পমাত্রায় আসে। তবে এই পরিমাণই নবজাতকের শারীরিক সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট। শালদুধ শিশুর পরিপাচক অঙ্গসমূহকে উদ্দীপিত করে। যার ফলে অন্ত্র থেকে দ্রুত মিকোনিয়াম (শিশুর প্রথম মল) পরিষ্কার হয়। এই অবস্থা জটিল সৃষ্টিকারী জীবাণু শরীর থেকে বের হয়ে যেতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মিসেস শবনম সম্প্রতি পুত্র সন্তানের মা হয়েছেন। সন্তানের সুস্থতার জন্য তিনি সন্তানকে শালদুধ পান করিয়েছেন এবং পরবর্তীতেও নিয়মিত বুকের দুধ পান করান। এ কাজের মাধ্যমে তিনি সন্তানের শরীরে রোগপ্রতিরোধ শক্তি তৈরি করেন।

সুতরাং বলা যায়, মিসেস শবনম তার সন্তানকে শালদুধ পান করানোর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ শক্তি তৈরিতে সহায়তা করেন।

ঘ উদ্দীপকে মিসেস শবনম সন্তানের সুস্থতার জন্য সন্তানকে বুকের দুধ পান করান। এতে তার ও তার সন্তানের মধ্যে বন্ধন প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়। উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়াও মিসেস শবনম তার সন্তানের সাথে আরও যেসব কিছু প্রক্রিয়ায় বন্ধন দৃঢ় করতে পারবেন। তা হলো–

প্রথমত, শিশুর কান্নায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাড়া দেওয়া। ভাষা বিকাশের আগে সাধারণত শিশুরা কান্না দিয়েই তাদের চাহিদা ও অসুবিধাগুলো প্রকাশ করে। অতি শৈশবের শিশু সাধারণত দুটি কারণে কাঁদে ক্ষুধার কারণে এবং যেকোনো ধরনের শারীরিক অসুবিধার কারণে। এজন্য মিসেস শবনম যত দ্রুত সম্ভব তার সন্তানের কান্নায় সাড়া দিবেন। দ্বিতীয়ত, শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো, রাতে মা-বাবা শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া এই চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম। জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো জরুরি। এজন্য মিসেস শবনমও তার সন্তানের এ চাহিদাগুলো পূরণ করবে। তৃতীয়ত, শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া। শিশুরা সাধারণত খাদ্য ও নানা ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজে মায়ের ওপর নির্ভরশীল থাকে। শিশুর সাথে খেলা করা, গান, ছড়া, গল্প বলা। শিশুকে বাইরে নিয়ে যাওয়া, পারিবারিক কাজে শিশুকে সাথে নেওয়া। মিসেস শবনমেরও উচিত তার সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া, তার সাথে খেলনা করা, গান, গল্প, ছড়া বলা এবং প্রয়োজনে শিশুকে বাইরে ঘুরে নিয়ে যাওয়া। আর এ পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমেই সন্তানের সাথে মিসেস শবনমের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

সুতরাং বলা যায়, উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে মিসেস শবনম তার সন্তানের সাথে বন্ধন আরও দৃঢ় করতে পারবেন।

প্রশ্ন ১২ ▸ পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

রিমি তার ছোট ভাই সবুজের সব কাজে সহযোগিতা করে। তাদের মধ্যে একটি স্নেহের সম্পর্ক বিদ্যমান। তারা যেকোনো বিষয় পরস্পর আলোচনা করে। সবুজ সবসময় রিমিকে অনুসরণ করে। উভয়ের সাহচর্যে তাদের সময় আনন্দময় হয়ে ওঠে।

ক. শিশু পরিচালনার অন্যতম দিক কী? ১

খ. শিশুর স্বীকৃতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সবুজের আত্মধারণা বিকাশে কোন বিষয়টি সহায়তা করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পর্ক ছাড়াও অন্যান্য কোন সম্পর্কগুলো শিশুর বিকাশে সহায়ক? বিশ্লেষণ কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিশু পরিচালনার অন্যতম দিক হলো শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া।

খ শিশু স্বীকৃতি বলতে বোঝায় শিশু যেভাবে আছে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করা। শিশুটি দেখতে ভালো বা খারাপ, পঙ্গু বা স্বাভাবিক, বুদ্ধি কম বা বেশি, ছেলে বা মেয়ে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। শিশুটি যেমন ঠিক তেমনভাবে তাকে গ্রহণ করা, তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সেভাবে উৎসাহ দিলে শিশু সুখী থাকে।

গ উদ্দীপকে সবুজের আত্মধারণা বিকাশে তাদের ভাইবোনের মধ্যকার পারস্পরিক সুসম্পর্ক সহায়তা করবে।

মা-বাবার পাশাপাশি ভাই-বোনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজন। ভাই-বোনের মধ্যে সুসম্পর্ক শিশুর আত্মধারণাকে বিকশিত করে। বড় ভাই-বোন তাদেরকে যেভাবে মূল্যায়ন করে অর্থাৎ ভালো বা মন্দ বলে, নিজের প্রতি শিশুটির সে ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় ভাই-বোনকে অনুসরণ করে ছোটরা ভালো বা খারাপ আচরণ করতে শেখে। উদ্দীপকে দেখা যায়, রিমি তার ছোট ভাই সবুজের সব কাজে সহযোগিতা করে। তাদের মধ্যে একটি স্নেহের সম্পর্ক বিদ্যমান। তারা যেকোনো বিষয় পরস্পর আলোচনা করে। সবুজ সবসময় তার বোন রিমিকে অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে সবুজ ও রিমির মধ্যকার পারস্পরিক সুসম্পর্ক সবুজের আত্মধারণা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সুতরাং বলা যায়, সবুজের আত্মধারণা বিকাশে সহায়তা করবে তাদের ভাই-বোনের মধ্যকার পারস্পরিক সুসম্পর্ক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাই-বোনের সম্পর্ক ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক শিশুর বিকাশে সহায়তা করে।

জন্মের পর থেকে মায়ের সাথে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হয়। মায়ের কোমল স্পর্শ, স্নেহ, হাসি ও ভালোবাসা শিশুর সাথে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। এছাড়া বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার ইতিবাচক বিকাশে ভূমিকা রাখে। কখনো কখনো বাবার সাথে সুসম্পর্ক তার মানসিক, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে মায়ের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবারে দাদা-দাদি ও নানা-নানি শিশুর সাথে গল্প করেন, তাদের জীবনের অনেক গল্প শোনান, তারা শিশুর বিভিন্ন অসুবিধার কথা শোনেন, তা সমাধানের চেষ্টা করেন এবং তাকে আদর ভালোবাসা দেন। এতে শিশুর সাথে তাদের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে, যা শিশুর বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও চারপাশের মানুষের সাথে ভাববিনিময় ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত ভাই-বোনের সম্পর্ক ছাড়াও মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানিসহ পরিবারের অন্যান্য সম্পর্কগুলো শিশুর বিকাশে সহায়ক।

প্রশ্ন ১৩ ▸ বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

দীপান্বিতা ও সায়ন্তিকা দুই জনেরই বাবা-মা চাকরিজীবী। দুই জনেরই কোনো ভাই-বোন নেই। দীপান্বিতার বাবা-মা অফিস শেষে মেয়েকে সময় দেন, ছুটির দিন বেড়াতে নিয়ে যান, মাঝে মাঝে বাইরে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারও খান। পক্ষান্তরে, সায়ন্তিকাকে তার বাবা-মা সময় দেন না, ছুটির দিনও ঘরেই কাটান। দীপান্বিতাকে হাসিখুশি ও প্রফুল্ল লাগলেও সায়ন্তিকাকে চিন্তিত ও মনমরা দেখায়।

ক. স্বীকৃতি কী? ১
খ. শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ বুঝিয়ে বল। ২
গ. দীপান্বিতার আচরণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সায়ন্তিকাকে উল্লিখিত অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিশু যেভাবে আছে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করাই হচ্ছে স্বীকৃতি বা Acceptance.

খ অনেকে মনে করেন, শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ সে যেসব কাজ করতে চায় বা যা কিছু চায় সবকিছু করার অনুমতি দেওয়া বা তাকে সবকিছু দেওয়া। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা। শিশুদের প্রতি যেকোনো আদেশ অথবা নির্দেশ সবসময় ইতিবাচকভাবে বলা। নেতিবাচকভাবে নির্দেশ না দেওয়া। যেমন– এখন খেলার সময় নয়– না বলে বলতে হবে 'এখন খেয়ে নাও পরে খেলবে।'

গ উদ্দীপকের দীপান্বিতার আচরণ ইতিবাচক। কারণ সে হাসিখুশি ও প্রফুল্ল থেকে।

শিশুরা সাধারণত খাদ্য ও নানা ধরনের শরীরবৃত্তীয় কাজে মা-বাবার ওপর নির্ভরশীল থাকে। এ নির্ভরশীলতা হতেই তৈরি হয় বাবা-মায়ের সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সময়ে দ্রুতগতিতে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তখন তার পরিবারও আশপাশের ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। উদ্দীপকের দীপান্বিতার বাবা-মা চাকরিজীবী হলেও তারা অফিস শেষে মেয়েকে সময় দেন। ছুটির দিনে বেড়াতে নিয়ে যান, মাঝে মাঝে বাইরের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খান। ফলে দীপান্বিতার মন প্রফুল্ল থাকে। বাবা-মায়ের সংস্পর্শে থাকার কারণে সে হাসিখুশি থাকে।

অর্থাৎ দীপান্বিতার মা-বাবা দীপান্বিতাকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার কারণে তার মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ হওয়ায় তার আচরণ ইতিবাচক হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সায়ন্তিকাকে চিন্তিত ও মনমরা দেখায়, যা নেতিবাচক আচরণের লক্ষণ। সায়ন্তিকার এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হলো তার মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা।

শিশু পরিচালনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর মনোস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ও শিশুকে সুখী করা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই মনোস্তাত্ত্বিক চাহিদা থাকে যেগুলোকে বাংলায় সুখের ৩টি 'স' দিয়ে বোঝানো হয়।

স্বীকৃতি : সব শিশুর চেহারা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি একরকম হয় না। এখানে স্বীকৃতি বলতে শিশু যেভাবে আছে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করাকে বোঝায়। শিশুটি দেখতে ভালো বা খারাপ, পঙ্গু বা স্বাভাবিক, বুদ্ধি কম বা বেশি, ছেলে বা মেয়ে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। শিশুটি যেমন ঠিক, তেমনিভাবে তাকে গ্রহণ করা, তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সেভাবে উৎসাহ দিলে শিশু সুখী থাকে এবং তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

স্নেহ : প্রত্যেক শিশুর মধ্যে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার চাহিদা থাকে। শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, তাকে সময় দেওয়া, কিছু শেখানো ইত্যাদি সবকিছুই যদি আদরের সাথে হয়, তাহলে শিশুর মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি আসে। তখন সে তার পরিবেশকে ভয় পায় না।

সাফল্য : প্রত্যেক শিশু সফলতা চায়। সে কোনো কাজ পারলে খুশি হয়। এজন্য শিশুর ভালো কাজ বা কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা হলে সে নিজের শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে বা বুঝতে পারে যে সে কী পারে। এ উৎসাহ তাকে সফলতার অভিজ্ঞতা দেয় এবং শিশুটি পরিতৃপ্ত ও সুখী থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সায়ন্তিকাকে উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণ করা সম্ভব।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর | বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

প্রশ্ন ১৪ ▸ বিষয়বস্তু : শিশুর জন্মের পর মায়ের দুধের উপকারিতা এবং শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশে মা-বাবার ভূমিকা

নিচের ছবিটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১নং চিত্র

২নং চিত্র

ক. একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের মূলভিত্তি রচনাকাল কখন? ১

খ. মা ও নবজাতকের মধ্যে গভীর বন্ধনের কারণ বর্ণনা কর। ২

গ. উপরের ১নং চিত্রের দৃশ্যটির প্রেক্ষাপটে শিশুর কান্না থামাতে মায়ের সাথে বাবার সহযোগিতা শিশুর জন্য কী ধরনের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ২নং চিত্রের আলোকে "জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা" উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর :

ক জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সময় হলো মানব শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের মূলভিত্তি রচনাকাল।

খ নবজাতক শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মা-ই হচ্ছে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। মা ও নবজাতকের মধ্যে জন্মের এক ঘণ্টা ও প্রথম কয়েকদিনের সান্নিধ্যে উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধন গড়ে ওঠে, যা বিকশিত হতে থাকে এবং স্থায়ী হয় বছরের পর বছর। বুকের দুধ খাওয়ানো এবং বিভিন্ন মাতৃ পরিচর্যা হলো শিশুর শরীর, মন ও আবেগ বিকাশের ক্ষেত্রে মায়ের শ্রেষ্ঠ অবদান। আর এভাবেই মা ও নবজাতকের মধ্যে গভীর বন্ধন গড়ে ওঠে।

গ শিশুর কান্না থামাতে মায়ের পাশাপাশি বাবা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এতে শিশু অধিক নিরাপত্তাবোধ করেন।

মূলত ভাষা বিকাশের আগে শিশুরা কান্না দিয়েই তাদের চাহিদা ও অসুবিধাগুলো প্রকাশ করে। অতি শৈশবের শিশু সাধারণত দুটি কারণে কাঁদে, ক্ষুধার কারণে এবং যেকোনো ধরনের শারীরিক অসুবিধার কারণে। ক্ষুধায় শিশুকে খাবার দেওয়া এবং শারীরিক অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যবস্থা করা যেমন— শিশুকে ভেজা বিছানায় না রাখা, মলমূত্র ঠিকমতো পরিষ্কার করা, পেট ব্যথায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কাজগুলো শিশুকে আরাম দেয়। শিশু যদি আরামে ঘুমাতে পারে, কান্নায় যত তাড়াতাড়ি মা-বাবার সাড়া পায়, তাকে কোলে তুলে নেওয়া হয়, তাহলে মা বাবার প্রতি শিশুর বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু এর বিপরীতে যদি শিশুর অসুবিধাগুলো সময়মতো দূর করা না হয় অথবা আরাম না পায় তখন তার অবিশ্বাস ও অনাস্থার অনুভূতি জন্মাতে থাকে। অর্থাৎ বাবা-মায়ের আদর, যত্ন, স্নেহ ও ভালোবাসার অভাবে শিশুটি মা-বাবার প্রতি অনাস্থার পরিবেশ সম্পর্কিত অনাস্থা ও নিরাপত্তার অভাববোধ ও হতাশার জন্ম দেয়। তাই এসব কাজে বাবারও সহায়ক ভূমিকা থাকলে শিশুর মায়ের ওপর নির্ভরশীলতা কমে এবং বাবার সাথে তার আসক্তি তৈরি হয়। যা শিশুর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটায়।

ঘ "জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা"— উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

শিশুকে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা। কারণ মায়ের দুধ শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ (যাতে কলোস্ট্রাম থাকে) শিশুর প্রথম টীকা হিসেবে কাজ করে। শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক (ইমিউনোলোজিক্যাল) সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। শালদুধ শিশু পরিপাচক অন্ত্রসমূহকে উদ্দীপিত করে, যার ফলে অন্ত্র থেকে দ্রুত মিকোনিয়াম (শিশুর প্রথম মল) পরিষ্কার হয়। যা জন্ডিস সৃষ্টিকারী জীবাণু শরীর থেকে বের করতে সাহায্য করে। শিশু মায়ের স্তন মুখে নেওয়া ও চোষার ফলে মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নির্গত হয়। এতে মা শান্ত, অবসাদমুক্ত বোধ করেন এবং শিশুর সাথে মায়ের ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়। এভাবে শিশুর জীবনের প্রথম ছয় মাস শুধুমাত্র মায়ের দুধ এবং ছয় মাস পর থেকে ২ বছর পর্যন্ত বাড়তি খাবারের সাথে মায়ের দুধ দেওয়া চলতে থাকে। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে মায়ের জন্য সহায়ক পরিবেশের দরকার হয়।

প্রশ্ন ১৫ ▸ বিষয়বস্তু : শিশুর বর্ধন ও বিকাশে মা-বাবার ভূমিকা

একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার ওজন যা থাকে পরবর্তীতে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার পরিবর্তন হয়। এভাবে শুধু ওজনই নয়, তার দৈর্ঘ্য, আকার, পরিপক্বতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সার্বিক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনগুলো বর্ধন ও বিকাশ নামে পরিচিত। শৈশবে মা-বাবা শিশুকে যত বেশি অনুকূল পরিবেশ দেবেন, শিশুর এ পরিবর্তনগুলো ততই স্বাভাবিকভাবে ঘটবে। শিশুর সঠিক বর্ধন ও বিকাশের জন্য প্রথম পাঁচটি বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়।

ক. মাতৃগর্ভের তাপমাত্রা কত ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকে? ১

খ. শিশুর আবেগীয় বিকাশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শিশুর সঠিক বর্ধন ও বিকাশে বাবা-মায়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর :

ক মাতৃগর্ভের তাপমাত্রা ১০০° ফারেনহাইট থাকে।

খ খুশি হলে হাসা, ব্যথা পেলে কাঁদা, বিকট শব্দে ভয় পাওয়া, কিছু চেয়ে না পেলে রেগে যাওয়া ইত্যাদি শিশুর আবেগের প্রকাশ। এভাবে ভালো লাগা, খারাপ লাগা, আবেগ সঠিকভাবে প্রকাশ করা এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন এ সবগুলোই আবেগীয় বিকাশ।

গ শিশুর সঠিক বর্ধন ও বিকাশে বাবা-মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাবার শুক্রবীজ ও মায়ের ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করেই শিশুর প্রাণের উৎপত্তি। ফলে শিশুর স্বাভাবিক বর্ধনে বাবা-মায়ের বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। একটি শিশু দেখতে কেমন হবে, তার চেহারা, উচ্চতা, দৈহিক গঠন, চুল, চোখ, গায়ের রং ইত্যাদি দৈহিক ও বিভিন্ন মানসিক গুণাবলি শিশু তার বাবা-মা অর্থাৎ বংশগতি থেকে অর্জন করে, যার প্রভাব জীবনের সূচনা থেকে শুরু করে জীবনব্যাপী চলতে থাকে। শিশুর ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ, সামাজিক দক্ষতা, গঠনমূলক আচরণ প্রভৃতি বিকাশে বাবা-মায়ের দেওয়া শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাবা-মায়ের কাছ থেকেই একটি শিশু সঠিক ও ভুলের পার্থক্য করতে শেখে। শৈশবের প্রথম দিকে বাবা-মা যে কাজকে পুরস্কৃত করেন বা ভালো বলেন সেটাই ভালো কাজ এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেন সেটা খারাপ কাজ। এভাবে শিশুর মধ্যে ভালো-মন্দের ধারণা তৈরি হয়। শিশুর

কচিমনে সারাক্ষণই জমা হতে থাকে হাজারো প্রশ্ন। তার জবাব দিয়ে তাকে উৎসাহী করে তুলতে হবে। কারণ নিজেকে, অপরকে এবং পরিবেশকে চিনবার ও জানবার জন্যই তার এ প্রশ্নের ডালি। সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু মানেই হচ্ছে চঞ্চল শিশু। বাবা-মায়ের কর্তব্য হবে তার এ চঞ্চলতায় উৎসাহ দেওয়া, তাকে শক্তি ও সাহস যোগানো। আমাদের মনে রাখতে হবে, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শৈশবে মা-বাবা শিশুকে যত বেশি অনুকূল পরিবেশ দেবেন, শিশুর বর্ধন ও বিকাশ ততই সুন্দর, সঠিক ও স্বাভাবিক হবে এবং তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে সঠিকভাবে।

অতএব বলা যায়, শিশুর সঠিক বর্ধন ও বিকাশে বাবা-মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ঘ শিশুর সঠিক বর্ধন ও বিকাশের জন্য প্রথম পাঁচটি বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচনা করে। এ সময়ে দ্রুতগতিতে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শিশু জন্মের পর পরই পৃথিবীতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তখন তারা একেবারে অসহায় ও পরনির্ভরশীল থাকে। এ সময়ের জন্য প্রয়োজন হয় শারীরিক এবং পরিবারের বা তার চারপাশের ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, উষ্ণ সাড়া যা তাকে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। সময়ের সাথে সাথে একটি সুসংহত, ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট শিশুটি বড় হতে থাকে। দুই সপ্তাহ থেকে ২ বছর পর্যন্ত হলো শিশুর অতি শৈশবকাল। এ বয়সের মধ্যে তার অন্যের সাথে অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়। শিশুর দুই বছর বয়সের মধ্যে আত্মনির্ভরতার প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়, যা তাদের স্বাধীনভাবে চলতে সহায়তা করে। শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবকালে শিশু লম্বা হতে শুরু করে। হাঁটা, দৌড়ানো, আরোহণ করা, ধরা ইত্যাদিতে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করে এবং নিজের কাজগুলো করতে পারে। এ বয়সে শিশু তার পরিবারের সদস্যদের অনুকরণ করে খেলে এবং সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে শুরু করে। এ সময়ে তারা কৌতূহলী হয় ও অনেক প্রশ্ন করে তার আশপাশের জগৎকে জানার চেষ্টা করে। তাছাড়া সঠিক ও ভুলের পার্থক্য এ বয়স থেকেই করতে শেখে। যে শিশু জীবনের প্রথম বছরগুলোতে তার বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ পায় সে শিশুটি অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, সামাজিক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তার সামাজিক দক্ষতা, ভাষার দক্ষতা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিকাশ ঘটে যা পরবর্তী জীবনে তাকে সুখী ও সুন্দর থাকতে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, শিশুর সঠিক বর্ধন ও বিকাশের জন্য প্রথম পাঁচটি বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৬ ▸ বিষয়বস্তু : শিশুর বিকাশে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি এবং অন্যান্য সদস্যের সম্পর্কের গুরুত্ব বিশ্লেষণ

চাকরিজীবী মা-বাবার সন্তান রিনা ও সুমনের সারাদিন কাটে দাদা-দাদির সাথে। দাদা-দাদি ওদের দু'জনকে খুব ভালোবাসেন, যত্ন করেন। ওদের সুবিধা-অসুবিধার দিকেও খেয়াল করেন। রিনা ও সুমন দাদা-দাদিকে খুব ভালোবাসে। ফলে সারাদিন বাবা-মা বাসায় না থাকলেও ওদের দিন ভালোই কাটে। বাবা-মাও নিশ্চিন্তে অফিসে কাজ করতে পারেন।

ক. শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার অন্যতম কাজটি কার? ১

খ. কীভাবে বাবা-মায়ের সাথে শিশুর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে? ২

গ. রিনা ও সুমনের দিনগুলো আনন্দময় হয়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন রক্ষায় যৌথ পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।"— মূল্যায়ন কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা পরিবারের অন্যতম একটি কাজ।

খ জন্মগ্রহণের পর থেকেই শিশুর সাথে পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ৭/৮ মাস বয়সের মধ্যেই শিশুরা মা-বাবা কিংবা যারা তাদের যত্ন নেয় তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। এ বয়সে তারা তাদের মা-বাবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। যখন মা শিশুর কাছে যায় তখন শিশু খুশি হয়ে ওঠে, মা তাকে কোলে নিলে সে তার মুখে হাত দেয়, চুল নাড়াচাড়া করে। ভয় পেলে শিশু মা-বাবার কোলে আশ্রয় নেয়। মা-বাবার কোমল স্পর্শ, স্নেহ, হাসি, ভালোবাসা এসবের মাধ্যমেই শিশুর সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

গ রিনা ও সুমনের দিনগুলো আনন্দময় হয়ে ওঠার কারণ হলো দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রিনা ও সুমনের মা-বাবা উভয়েই কর্মজীবী। তাই তাদের সারাদিন কাটে দাদা-দাদির সাথে। দাদা-দাদি ওদেরকে খুব ভালোবাসেন ও যত্নও করেন। ফলে সারাদিন মা-বাবা বাসায় না থাকলেও ওদের দিন ভালোই কাটে। আমরা জানি, শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অন্যতম। জন্মগ্রহণের পর শিশুর সাথে পরিবারে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ৭/৮ মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা মা-বাবা কিংবা যারা তাদের যত্ন নেয় তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। শিশুর সাথে খেলা করা, গল্প করা, তাদের কথা শোনা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিলে এগুলোই শিশুর সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরিতে সাহায্য করে। পরিবারের সদস্যদের সাথে শিশুর সম্পর্ক ভালো হলে শিশু নিরাপত্তা পায়। ফলে তার মানসিক বিকাশও সঠিকভাবে হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত রিনা ও সুমনের দাদা-দাদীর সাথে এমন ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় সম্পর্ক বলেই তাদের সময় ভালো কাটে। সুতরাং বলা যায়, রিনা ও সুমনের দিনগুলো আনন্দময় হয়ে ওঠার কারণ হলো পারিবারিক সুসম্পর্ক ও দৃঢ় বন্ধন।

ঘ 'শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন রক্ষায় যৌথ পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।'— বক্তব্যটি যুক্তিপূর্ণ।

আমাদের দেশে যৌথ পরিবার প্রথায় একটি পরিবারে বাবা-মার সাথেও আরও অনেক সদস্য থাকেন। পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসবাস করলে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ায় একের সাথে অপরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যা পারিবারিক জীবনে শান্তি বয়ে আনে। এছাড়া তারা শিশুর লালন-পালনেও বাবা-মাকে সহযোগিতা করে থাকেন। বিশেষ করে কর্মজীবী মা-বাবার ক্ষেত্রে শিশুর যত্নে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা থাকে অনেক বেশি। পরিবারে দাদা-দাদি, নানা-নানি শিশুর সাথে গল্প করেন, শিশুদের তাদের নিজের জীবনের অনেক ঘটনা শোনান। তারা শিশুর অসুবিধার কথা শোনেন এবং তা সমাধানের চেষ্টা করেন। তারা শিশুর অসুবিধার কথা শোনেন এবং তা সমাধানের চেষ্টা করেন। এভাবে শিশুর সাথে পরিবারের সকলের ভাব বিনিময় শিশুর প্রথম বছরগুলোর অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিশুর চারপাশের মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে। শৈশবে যদি পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি হয়, ভবিষ্যতেও শিশু তার বাবা, ভাই-বোন, পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে বন্ধু হিসেবে ভাবতে শেখে। এতে করে পরিবারে শান্তি বজায় থাকে।

তাই সার্বিকভাবে বলা যায়, শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন রক্ষায় যৌথ পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ১৭ ▸ বিষয়বস্তু : শিশুর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে পারিবারিক বিপর্যয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ

মেঘের বয়স ৫ বছর। একদিন সে তার বাবা-মার সাথে দূরে বেড়াতে যায়। বেড়ানো শেষে ফেরার পথে হঠাৎ সড়ক দুর্ঘটনায় তার চোখের সামনে তার বাবা-মা নিহত হন। এ ঘটনার পর থেকে সে কারও সাথে কথা বলে না। শুধু একা একা বসে গাড়ি নিয়ে গাড়িতে গাড়িতে সংঘর্ষের খেলা খেলে, আর ছবি আঁকে। সেই ছবিতে থাকে রাস্তার পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় পরে থাকা দুটি লাশ।

ক. শিশুকে জন্মের কয় ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হয়? ১

খ. পারিবারিক বিপর্যয় বলতে কী বোঝ? ২

গ. মেঘের বাবা-মায়ের মৃত্যুতে তার ওপর যে ধরনের প্রভাব পড়েছে, তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মেঘের মতো পারিবারিক বিপর্যস্ত শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে করণীয় ভূমিকাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিশুকে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হয়।

খ প্রতিটি শিশুকে লালন-পালন এবং শিক্ষিত করে উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলার দায়িত্ব থাকে পরিবারের ওপর। কিন্তু এ দীর্ঘ সময় পরিবারটি অনেকক্ষেত্রে নানা ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। পারিবারিক এ বিপর্যয়ের মধ্যে আছে মা কিংবা বাবার অসুস্থতা বা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, মা-বাবার পৃথক অবস্থান কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ। এছাড়াও আছে বাবা-মায়ের সার্বক্ষণিক ঝগড়া, মতের অমিল, পরস্পরের সমঝোতার অভাব, পরিবারে বাবার অনুপস্থিতি বা চাকরি চলে যাওয়া, ব্যবসায় ক্ষতি, মায়ের ওপর দৈহিক নির্যাতন ইত্যাদি হলো পারিবারিক বিপর্যয়।

গ প্রতিটি শিশুর জন্যই প্রয়োজন হয় পরিবারের; যেখানে সে আদর-ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও বিশ্বাস পায়, সুরক্ষিত থাকে এবং তার মৌলিক চাহিদাকে পূরণ করা হয়।

হঠাৎ যদি পরিবারে মা কিংবা বাবার মৃত্যু হয় তাহলে তা পরিবারের শিশুর জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সাধারণত যে পরিবারে বাবা উপার্জন করে, সে পরিবারে বাবার মৃত্যুতে পরিবারে আর্থিক সংকট প্রকট হয়। উদ্দীপকে মেঘের বাবা-মা হঠাৎ করে সড়ক দুর্ঘটনায় তার সামনে নিহত হয়। এতে ছোট মেঘের মানসিক অবস্থা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে আর আগের মতো খেলাধুলা করে না, ছুটাছুটি করে না, কারও সাথে কথা বলে না, একেবারে চুপচাপ হয়ে থাকে। এতে তার শিশু জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ চরমভাবে বিঘ্নিত হয়; যা তার ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। শুধু তাই নয় তার ভরণপোষণ, লেখাপড়ার খরচ বহন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। বাবা-মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে তার সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের ওপর নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়।

অতএব বলা যায়, প্রতিটি শিশুর জন্যই প্রয়োজন হয় পরিবারের; যেখানে সে আদর-ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও বিশ্বাস পায়।

ঘ আমাদের সমাজে মেঘের মতো অনেক শিশু আছে যারা পারিবারিক বিপর্যয়ের শিকার। এ বিপর্যস্তের কারণে তাদের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ চরমভাবে ব্যাহত হয়। কেননা প্রতিটি শিশুর জন্যই প্রয়োজন হয় পরিবারের; যেখানে সে সুরক্ষিত থাকে, আদর-ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও বিশ্বাস পায় এবং তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা হয়। পারিবারিক বিপর্যস্ত শিশুর বিকাশে পরিবারের সব সদস্যদের একত্র হয়ে সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে। তবেই সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব বলে আমি মনে করি। পারিবারিক বিপর্যয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হয় আর্থিক সংকট। পরিবারের আর্থিক সমস্যা দূর করতে এবং ছোট শিশুদের বিকাশজনিত চাহিদা পূরণে পরিবারের কিশোর বয়সের সন্তানেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তারা যা যা করতে পারে—

- আর্থিক আয় বাড়ানোর চেষ্টা করা।
- অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কমানো।
- পারিবারিক বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়ে ব্যয় কমানো। যেমন— গৃহকর্মীর কাজ নিজে করা।
- ছোট ভাই-বোনের বিভিন্ন যত্ন ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়া।
- তাদেরকে পর্যাপ্ত আদর স্নেহ করা যেন তারা নিজেকে স্নেহবঞ্চিত মনে না করে।
- ছোট ভাইবোনের সাথে অধিক সময় কাটানো।
- অসুবিধা, কষ্ট, সুখ পরস্পরের সাথে ভাগাভাগি করা।
- ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা।
- সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রম করা।
- মানসিক চাপ মুক্ত থাকার চেষ্টা করা।
- পরিস্থিতির ইতিবাচক দিক খুঁজে নেওয়া।
- ভবিষ্যতে পেশার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আরও মনোযোগী হওয়া।

আর এভাবেই মেঘের মতো পারিবারিক বিপর্যস্ত শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব।

প্রশ্ন ১৮ ▸ বিষয়বস্তু : শিশু পরিচালনার নীতি এবং শিশু পরিচালনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীতি বিশ্লেষণ

সাজা ও তাহা দুই বোন। সাজার গায়ের রং ফর্সা, দেখতে সুন্দর। আর তাহার গায়ের রং কালো হলেও দেখতে খারাপ না। কিন্তু তার পরও শুধুমাত্র তার গায়ের রঙের কারণে সবাই তাকে অন্যভাবে দেখে। যেমন— কম আদর করা, দূরে সরিয়ে রাখা। আর সাজার গায়ের রং ফর্সা বলে সবাই তাকে একটু বেশিই আদর করে। এজন্য তাহা প্রায়ই মন খারাপ করে। আর সবসময় তাকে এটা করো না ওটা করো না বলে ধমকানো হয়। এতে সে বিষণ্ন হয়ে পড়ে।

ক. স্বীকৃতি কী? ১

খ. শিশু পরিচালনা নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. তাহার মতো সকল শিশুর জন্য 'হ্যাঁ' বলা বলতে পাঠ্যপুস্তকে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে তার পরিবারের সদস্যদের কী করণীয় উচিত বলে তুমি মনে কর? ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর :

ক শিশুর চেহারার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি যেমন বা যেভাবে আছে তাকে সেভাবে গ্রহণ করাই হলো স্বীকৃতি।

খ সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে একটি শিশুকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে শিশুর মধ্যে অনেক ধরনের আচরণগত সমস্যা তৈরি হতে পারে যা তার বর্তমান বিকাশকে এবং পরবর্তী বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে শিশুটিকে মনমতো ছাঁচে গড়ে তোলা যায়, শিশুর সামর্থ্য বাড়ানো যায়। যেমন— শিশুর সামনে আদর্শ উপস্থাপন করা, তাদের প্রশংসা করা, শাস্তি না দেওয়া, তাদের জন্য হ্যাঁ বলা, তাদের সাথে ভাববিনিময় করা, তাদের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করা এবং শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ইত্যাদিই হলো শিশু পরিচালনা নীতি।

গ তাহার মতো সকল শিশুর জন্য 'হ্যাঁ' বলা অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা বোঝানো হয়েছে।

উদ্দীপকের তাহার সাথে যে ধরনের ব্যবহার করা হয়েছে, তা কখনোই কাম্য নয়। তাকে সবসময় এটা করো না, ওটা করো না বলে ধমকানো হয়। এতে সে বিষণ্ন হয়ে পড়ে। বরং ধমক না দিয়ে যদি তাকে ইতিবাচকভাবে বলা হতো এটা এভাবে না করে ওইভাবে করলে আরও বেশি সুন্দর হবে; তবে কাজটি ভালো হতো। ধমক না দিয়ে শিশুদের সবসময় ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা উচিত। ইতিবাচক নির্দেশ নেতিবাচক নির্দেশ অপেক্ষা কম প্রতিবাদ আনে, এতে কাজ ভালো হয়। বড়দের ইতিবাচক উক্তি, মন্তব্য শিশুকে নিজের প্রতি আস্থাশীল করে তোলে। সে সফল হওয়ার চেষ্টা চালায়। তাকে কাজ করতে উৎসাহিত

করে। শিশুকে 'হ্যাঁ' বলা অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা। শিশুদের প্রতি যেকোনো আদেশ অথবা নির্দেশ সবসময় ইতিবাচকভাবে বলা, নেতিবাচক নির্দেশ না দেওয়া। যেমন : তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না— না বলে বলতে হবে 'চেষ্টা করলেই তুমি পারবে' কিংবা এখন খেলার সময় নয়— না বলে বলতে হবে: এখন খেয়ে নাও পরে খেলবে। তাই বলা যায়, এভাবেই ইতিবাচকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে শিশুদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

ঘ একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করে।

নবজাতক শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। সে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে যে ধরনের অভিজ্ঞতা পায় সেভাবেই আচরণ করতে শেখে। সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে যেমন একটি শিশুকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা যায়, ঠিক তেমনি সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে শিশুর মধ্যে অনেক ধরনের আচরণগত সমস্যা তৈরি হয়; যা শিশুর বর্তমান ও পরবর্তী বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের শিশু পরিচালনার নীতিগুলোর সঠিক অনুসরণ আবশ্যক বলে আমি মনে করি। শিশু অনুকরণ প্রিয়। বড়দের আচরণ তারা অনুকরণ করে। ভালো আচরণ করার মাধ্যমে তাদের সেই আচরণে সহজে অভ্যস্ত করা যায়। এ কারণে তাদের সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করতে হবে। প্রশংসা শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়; তাই শিশুর মধ্যকার ভালো গুণাবলি খুঁজে তার প্রশংসা করতে হবে।

শিশুকে শাস্তি দিলে তার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। শিশুর কোনো আচরণ সংশোধনের প্রয়োজন হলে ওই আচরণটি কেন খারাপ এবং এর ফলাফল তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। শিশুকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তাকে হ্যাঁ বলতে হবে। অর্থাৎ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করতে হবে। শিশুর সাথে নরম স্বরে কথা বলতে হয়। এতে তাকে বোঝা সহজ হয়। শিশুর সাথে কথা বলার সময় তার মনের ভাব বুঝতে চোখে চোখ রেখে বন্ধুর মতো কথা বলতে হবে। শিশু পরিচালনার অন্যতম একটি দিক হলো তাকে উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে শিশু কম বিরক্ত করে এবং সে আনন্দে সময় কাটায়।

শিশু পরিচালনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করে তাকে সুখি করা। এছাড়া তাকে স্বীকৃতি দেওয়া অর্থাৎ শিশুটি যেমন ঠিক তেমনভাবে তাকে গ্রহণ করা, তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দেওয়া, শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, সময় দেওয়া ইত্যাদি তার মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি আনে; সে পরিতৃপ্ত ও সুখী থাকে।

অনুশীলনীর সাধারণ প্রশ্ন ও উত্তর

সৃজনশীল, সংক্ষিপ্ত, বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তরের ধারণা সমৃদ্ধকরণে সহায়ক

পাঠ ১ ○ মা-বাবার সাথে শিশুর বন্ধন

কাজ ▸ "শিশুকে মায়ের দুধ দেওয়া-শিশুর সাথে মায়ের বন্ধন তৈরির শ্রেষ্ঠ সূচনা"— বিষয়টির ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৩

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : শিশুর জীবনে মায়ের দুধের ভূমিকা সম্পর্কে জানা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : শিশুর সাথে মায়ের বন্ধন তৈরি করতে শিশুর জীবনে মায়ের দুধের ভূমিকা সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : বহু সংস্কৃতিতেই সোনাকে মূল্যবান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সোনার তুলনায় ব্রোঞ্জ মূল্যহীন। মায়ের দুধের পরিবর্তে কৃত্রিম দুধ শিশুর জন্য সোনার পরিবর্তে ব্রোঞ্জের মতোই মূল্যহীন। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা। জন্মের পর পরই সুস্থ নবজাতককে উষ্ণ রাখার জন্য মায়ের পেট এবং বুকে রাখা হয়। শিশু মায়ের দুধ খেতে শুরু করে। এতে শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। শিশুকে মায়ের দুধ দেওয়া শিশুর সাথে মায়ের বন্ধন তৈরির শ্রেষ্ঠ সূচনা করে।

মায়ের দুধ শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুধ খাওয়ানোর সময় মায়ের ত্বকের স্পর্শে শিশু উষ্ণ থাকে। তাই জন্মের পর পরই সুস্থ নবজাতককে উষ্ণ রাখার জন্য মায়ের পেট ও বুকে রাখা হয়। শিশু মায়ের দুধ খেতে শুরু করে। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোই শিশুর জীবনের শ্রেষ্ঠ সূচনা। এতে শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। শালদুধ নানারকম প্রতিরোধমূলক সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিনসমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। শিশুর মায়ের স্তন মুখে নেওয়া ও চোষার ফলে মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নির্গত হয়। এতে মা শান্ত, অবসাদমুক্ত বোধ করেন এবং শিশুর সাথে মায়ের ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়। মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে এ প্রথম যোগাযোগে অতিশয় আনন্দবোধ করেন। এভাবে মা ও শিশুর মধ্যে বন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সৃষ্টি হয় অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।

পাঠ ২ ও ৩ ○ শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব

কাজ ▸ পরিবারের ভাইবোনের সম্পর্ক উন্নয়নের কয়েকটি উপায় লেখ। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৪

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : ভাইবোনের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : ভাইবোনের মধ্যে সহজ ও সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে পরিবারের ভাইবোনের সম্পর্ক উন্নয়নের উপায় জানা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : শুধু সন্তানের সাথে মা-বাবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করলেই হবে না, ভাইবোনেরও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে হবে। ভাইবোনের সাথে পারস্পরিক শিথিল সম্পর্ক একটি শিশুর আত্মধারণাকে বিঘ্নিত করে। ভাইবোন শিশুটিকে যেভাবে মূল্যায়ন করে অর্থাৎ ভালো বা মন্দ বলে, নিজের প্রতি শিশুটির সে ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় ভাইবোনকে অনুসরণ করে শিশু ভালো বা খারাপ আচরণ শেখে।

যেভাবে পরিবারের ভাইবোনের সম্পর্ক উন্নয়ন করা যায়—

১. ছোট ভাই বা বোনের যত্নে সহযোগিতা করা।
২. কোনো জিনিস ভাগাভাগি করা।
৩. পরস্পরকে সাহায্য করা।
৪. তাদেরকে সঙ্গ দেওয়া, খেলাধুলা করা।
৫. সকলে মিলেমিশে থাকা।
৬. তাদের সাথে স্নেহের সম্পর্ক তৈরি করা।

কাজ ▸ পরিবারের আর্থিক সংকটে তোমার করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৪

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : পরিবারের আর্থিক সংকট মোকাবিলা করতে শেখা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : যেকোনো অভাব-অনটন মোকাবিলা করতে আর্থিক সংকট মোকাবিলা করতে শেখা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : যেকোনো পরিবারই যেকোনো সময় আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। পরিবারের আর্থিক সংকটে আমার করণীয় বিষয়গুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কমাব।
২. অসুবিধা, কষ্ট, দুঃখ পরস্পরের সাথে ভাগাভাগি করব।
৩. ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করব।
৪. সমস্যা সমাধানে দ্বিগুণ পরিশ্রম করব।
৫. মানসিক চাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করব।
৬. ভবিষ্যতের পেশার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে শিখব।

কাজ ▸ তোমার জানা কোনো পরিবারের যেকোনো বিপর্যয়ে তারা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে– তা লেখ। ওই পরিবারটির সহায়তায় তোমার করণীয় কী তা উল্লেখ কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৬

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : বিপর্যয়ের শিকার পরিবারকে সহযোগিতা করা।

কাজের বিবরণ : সম্প্রতি আমার এক বন্ধুর পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো আমার বন্ধুটির ভাই সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়। এতে তাদের পরিবারে আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়। ভাইয়ের সুস্থ সজ্ঞা থেকে আমার বন্ধুটি এবং তার ভাইবোন, পিতামাতা বঞ্চিত হয়। তারা ভাইকে হারানোর ভয়ে ভীত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমার বন্ধুর ভাই পরিবারের অন্যতম উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় এ অবস্থায় আমার বন্ধুটিকেও অতিরিক্ত কাজ করে আর্থিক সংকট মোকাবিলা করতে হয়। আমার বন্ধুর বিপর্যস্ত পরিবারকে সহায়তায় আমার করণীয় নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. নিয়মিত বন্ধুর খোঁজখবর রাখা।
২. তার পরিবারকে মানসিক চাপমুক্ত রাখার চেষ্টা করা।
৩. তাদের আর্থিক সংকট মোকাবিলায় সাহায্য করা।
৪. আর্থিক আয় বাড়াতে পরামর্শ দেওয়া।
৫. ধৈর্যধারণের পরামর্শ দেওয়া।
৬. সর্বোপরি পরিবারটিকে মানসিকভাবে সাহস যোগানো।

পাঠ ৪ ○ শিশু পরিচালনার নীতি

কাজ ▸ শিশুর বিকাশে প্রশংসা ও শাস্তির ফলাফলের তালিকা কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৮

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : শিশুর বিকাশে করণীয় বিষয় জানা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : শিশুর বিকাশে বিভিন্ন বিষয় জানতে শিশুর বিকাশে প্রশংসা ও শাস্তির ফলাফল জানা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ :

প্রশংসা : শিশুর বিকাশে প্রশংসার ফলাফলের তালিকা নিচে দেওয়া হলো–

⇒ প্রশংসা শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়;
⇒ কীভাবে অন্যদের প্রশংসা করতে হয় তা শেখায়;
⇒ আত্মবিশ্বাস বাড়ে;
⇒ নিজ সম্পর্কে তার ভালো ধারণা হয়;
⇒ শিশু বুঝতে পারে যে, সে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে;
⇒ প্রশংসা শিশুর কাজের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে;
⇒ শিশুর গুণ বা ভালো আচরণকে প্রশংসা করা হলে শিশু ভালো কাজগুলো বার বার করে;
⇒ শিশু বুঝতে পারে সে কী কী পারে এবং তার মধ্যে কী কী গুণ আছে।

শাস্তি : শিশুর বিকাশে শাস্তির ফলাফলের তালিকা নিচে দেওয়া হলো–

⇒ শাস্তি শিশুর আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়।
⇒ শাস্তির ফলে শিশু ভীত ও লাজুক হয়ে বেড়ে ওঠে।
⇒ শাস্তির ফলে শিশু হীনম্মন্যতায় ভোগে।

কাজ ▸ কয়েকটি নেতিবাচক বাক্য ইতিবাচকভাবে রূপান্তর কর। ক্লাসে তা পড়ে শোনাও। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৮

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : ইতিবাচক বাক্য বলার মাধ্যমে শিশুদেরকে বড়দের প্রতি আস্থাশীল করে তোলা।

কাজের বিবরণ : কয়েকটি নেতিবাচক বাক্যের ইতিবাচক রূপ হলো–

⇒ **নেতিবাচক :** টেবিলে খাবার ফেল না।
ইতিবাচক : খাবারগুলো প্লেটে রেখে সুন্দর করে খাও।
⇒ **নেতিবাচক :** এখন খেলতে যেও না।
ইতিবাচক : পড়া শেষ করে খেলতে যেও।
⇒ **নেতিবাচক :** বেশি কথা বল না।
ইতিবাচক : ধীরে ধীরে ব্যাপারটি বুঝে কথা বল।
⇒ **নেতিবাচক :** এত সময় নিয়ে গোসল কর না।
ইতিবাচক : তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করে নাও।
⇒ **নেতিবাচক :** তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।
ইতিবাচক : চেষ্টা করলেই তুমি পারবে।

এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স
Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত
এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

▷ স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 02 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল এবং এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৪, ৯, ১২, ১৯, ২০, ২৩, ৩১, ৩৫, ৩৬	১, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ২১, ২২, ২৪, ২৭, ২৯, ৩২,	৩, ১১, ১৪, ১৮, ২৫, ৩৩, ৩৪
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৬, ৯, ১৭, ১৯, ২৩, ২৬, ৩১, ৩৫	১, ৮, ১০, ১৫, ১৬, ২১, ২৪, ২৭, ৩০, ৩২	৩, ৫, ১১, ১৪, ২৫, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৩৬
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪, ৬, ৯, ১২, ১৭, ২৩	৩, ৭, ১৩, ১৫, ১৬, ২১, ২২	৫, ১১, ১৪, ১৮, ২৫
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৪, ৬, ৯, ১৬	২, ৭, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৭	৫, ১১, ১৪, ১৮

PART 04

যাচাই ও মূল্যায়ন
Assessment & Evaluation

অধ্যায়ের প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নব্যাংক এবং মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নব্যাংক

১। কীভাবে শিশু পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচিত হয়?
২। শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মার ভূমিকা কী?
৩। শালদুধ কী? সংক্ষেপে লেখ।
৪। শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া প্রয়োজন কেন?
৫। শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্ক কী ভূমিকা রাখে?
৬। কোন আচরণ পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে ক্ষতিকর হয়?
৭। পরিবার ভাঙলে শিশুর উপর কীরূপ প্রভাব পড়ে?
৮। শিশুদের বিকাশে কিশোর বয়সের শিশুরা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?
৯। শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন প্রয়োজন কেন?
১০। শিশুর প্রশংসা করা কেন প্রয়োজন?
১১। সাফল্য কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তরসূত্র : নিজে চেষ্টা কর। উত্তরের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য এ বইয়ের ১৭৩–১৭৬ পৃষ্ঠার **সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন** অংশ দেখ।

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ১ ▸ স্বপ্নার তিন বছরের মেয়ে সুহি খুবই চঞ্চল। সারাদিন ছোটাছুটি করে, স্থির হয়ে বসে না। স্বপ্না তাকে দুষ্টামির জন্য প্রায়ই ধমক দেন, বকাবকি করেন। অনেক সময় সুহি মায়ের ভয়ে চুপ করে থাকে। অন্যদিকে, আসমা ও তার স্বামী রবিন সারাদিন অফিস করে বাসায় এসে তাদের ছোট বাচ্চাটিকে নিজ হাতে খাওয়ায়। রবিন যতক্ষণ বাসায় থাকে বাচ্চাটার সাথে খেলা করে। রাতের বেলায় বাচ্চাটাকে নিজেদের কাছে নিয়ে ঘুমায়। এতে করে বাচ্চাটি নিরাপদবোধ করে।

ক. নবজাতককালের বয়সসীমা কত? ১
খ. ভারসাম্য রাখতে পারা কোন ধরনের বিকাশ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. স্বপ্নার শিশু পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন নীতিটির অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশুটির সুষ্ঠু বিকাশে আসমা ও রবিনের ভূমিকাটি কি পর্যাপ্ত? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

উত্তরসূত্র : ১৮০ পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ২ ▸ নাইম ও গালিব চাচাতো ভাই। স্বামীর মৃত্যুতে নাইমের মা আর্থিক সংকটে পড়েন। ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর নাইম লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে গালিব পড়াশুনায় দুর্বল; কিন্তু এ বিষয়টি গালিবের বাবা কোনোভাবেই মেনে নেন না। পরীক্ষায় গালিব ফেল করলে বাবা তাকে তিরস্কার করেন। রোদে দাঁড় করিয়ে রাখেন।

ক. শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ কী? ১
খ. বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর বিকাশে কীরূপ ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নাইমের লেখাপড়া বন্ধের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গালিবের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য শিশু পরিচালনার কোন নীতির অভাব রয়েছে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

উত্তরসূত্র : ১৮১ পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৩ ▸ জনাব মিলন এবং তার স্ত্রী শামিমা ব্যবসায় ও চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। বরং সন্তানদের অতিরিক্ত শাসনে রাখেন। তাছাড়া তারা দুষ্টুমি করলে শামিমা তাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখেন। শামিমার শাশুড়ি সন্তানদের এভাবে শাসন করতে নিষেধ করেন এবং সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে যথেষ্ট সময়দানের পরামর্শ দেন।

ক. জয় অসংগতা কী? ১
খ. কোনটিকে শিশুর প্রথম টিকা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শামিমার এ আচরণ সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশকে বিঘ্নিত করছে— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "শাশুড়ির পরামর্শই পারে শামিমার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে" — এ সম্পর্কে তোমার মতামত উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র : ১৮২ পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৪ ▸ বকুলের মা ভুলের জন্য বকুলকে বকাঝকা করেন না। ভালো কাজের প্রশংসা করেন। এতে তার আত্মবিশ্বাস ও কাজের প্রতি উৎসাহ বেড়ে যায়। অন্যদিকে বকুলের খালাতো ভাই রহমান চঞ্চল। তাকে সবাই বকাঝকা করে। হাতের লেখা খারাপ ও বানান ভুলের কারণে পরীক্ষায় খারাপ করে। পড়ালেখায় উৎসাহ কমে যায় ও আত্মবিশ্বাস হারাতে থাকে। মা চিন্তিত হয়ে শিক্ষকের কাছে গেলে শিক্ষক বলেন, "রহমানের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণই পারে তার উৎসাহ ফিরিয়ে আনতে।"

ক. টডলারহুড কাকে বলে? ১
খ. শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের বকুলের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় কোন নীতির কারণে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে শিক্ষকের মন্তব্যটি যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৫ ▸ তাহুর বয়স ৩ বছর। সারাক্ষণ বাসা মাতিয়ে রাখে সে। সকালে ঘুম থেকে ওঠেই সে একা একা দৌড়-ঝাঁপ, দুষ্টুমি ও খেলাধুলা করে। বাবা-মা চাকরি করার সুবাদে রাতে তারা বাসায় ফেরার সাথে সাথে সে একের পর এক প্রশ্ন করে তাদেরকে বিরক্ত করে ফেলে। ফলে বাবা-মা প্রায়ই তাকে বকাঝকা করেন ও শাস্তি দেন।

ক. শিশু বিজ্ঞানীগণ জন্মের মুহূর্তে শিশুকে কার সাথে তুলনা করেছেন? ১
খ. শাল দুধের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তাহাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে বাবা-মায়ের করণীয় বিষয়সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। ৩
ঘ. তাহাকে বকাঝকা করা ও শাস্তি দেওয়া কি ঠিক ছিল? মতামত দাও। ৪

উত্তরসূত্র : ১৮৪ পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৬ ▸ হেনার মা সবসময় হেনার সাথে খেলেন। এছাড়াও গান, গল্প বলেন। তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যান। পারিবারিক কাজে হেনাকে সাথে নিয়ে যান। তার সামনে সবসময় ভালো আচরণ উপস্থাপন করেন। হেনার মা বলেন, শিশু পরিচালনায় শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করতে পারলেই শিশুর আত্মবিশ্বাস গঠন হবে।

ক. কত বছর বয়স পর্যন্ত মানবদেহে বর্ধন চলে? ১
খ. বংশগতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. হেনার মা হেনার সাথে কী রকম আচরণ উপস্থাপন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে হেনার মায়ের উক্তিটি আলোচনা কর ৪

উত্তরসূত্র : ১৮৪ পৃষ্ঠার ১০ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৭৫

সময়—২৫ মিনিট **বহুনির্বাচনি অভীক্ষা** (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১) মান—২৫

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **অক্সিটোসিন কী?**
ক কোষ খ হরমোন
গ এন্টিবডি ঘ শিশুর প্রথম মল

২. **শালদুধের অপর নাম কী?**
ক মিকোনিয়াম
খ কলোস্ট্রাম
গ ইমিউনোলোজিক্যাল
ঘ অক্সিটোসিন

৩. **শিশুর সাথে বন্ধন তৈরির পদক্ষেপ হলো—**
i. শিশুকে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ দেওয়া
ii. আলাদা বিছানায় ঘুমানো
iii. শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী রিয়া হাসি-খুশি মেয়ে। তার বাবা-মায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকায় হঠাৎ করে সে বদলে যায়। এক সময় সে আত্মহননের চেষ্টা করে।

৪. **তার বদলে যাওয়ার কারণ কী?**
ক শারীরিক পরিবর্তন
খ মা-বাবার বিচ্ছেদ
গ বিষণ্ণতা
ঘ অসুস্থতা

৫. **রিয়ার আচরণগত পরিবর্তনের যথার্থ কারণ হলো—**
i. পারিবারিক বিপর্যয়
ii. অতিরিক্ত শাসন
iii. অতিরিক্ত মানসিক চাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. **বড়দের ইতিবাচক উক্তি শিশুদের কেমন করে তোলে?**
ক আশাবাদী খ আগ্রহী
গ আনন্দিত ঘ উৎসাহী

৭. **শিশুর অন্ত্র থেকে দ্রুত মিকোনিয়াম পরিষ্কার হলে কোন রোগের জীবাণু বের হয়ে যায়?**
ক টাইফয়েড খ ম্যালেরিয়া
গ জন্ডিস ঘ হাম

৮. **শিশু পরিচালনার নীতি কয়টি?**
ক পাঁচটি খ ছয়টি
গ সাতটি ঘ আটটি

৯. **শিশুর কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা হলে—**
i. শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ে
ii. শিশু বিরক্ত হয়
iii. নিজ সম্পর্কে ভালো ধারণা তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. **শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা—**
ক মায়ের কাজ
খ সমাজের কাজ
গ পরিবারের কাজ
ঘ ধর্মের কাজ

১১. **একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের মূলভিত্তি রচনা করে কত বছরে?**
ক ২ বছরে খ তিন বছরে
গ চার বছরে ঘ পাঁচ বছরে

১২. **সাধারণত পরিবারে উপার্জন করেন কে?**
ক মা খ বাবা
গ ভাই ঘ বোন

১৩. **শিশুর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশে করণীয় কী?**
ক শিশুকে খেলনা দিয়ে ব্যস্ত রাখা
খ শিশুকে ভয়ভীতি প্রদর্শন
গ শিশুর সাথে খেলা করা
ঘ অতিরিক্ত স্নেহ করা

১৪. **মিসেস রুনা তার শিশু জন্মের পরপরই 'X' নামক এক ধরনের খাবার খেতে দেন। এখানে 'X' খাবারটি কী হতে পারে?**
ক গুঁড়া দুধ খ মধু
গ পানি ঘ শালদুধ

১৫. **কোনটি শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে?**
ক মধু
খ শাল দুধ
গ গরুর দুধ
ঘ টি টি টিকা

১৬. **শিশুর শরীর থেকে জন্ডিস সৃষ্টিকারী জীবাণু বের হতে সাহায্য করে কোনটি?**
ক টিকা খ হরমোন
গ কলোস্ট্রাম ঘ প্রথম মল

১৭. **শিশুরা কাদামাটির মতো। বাক্যটিতে বোঝানো হয়েছে—**
ক শিশুর চঞ্চলতা খ শিশুর অলসতা
গ শিশুর সরলতা ঘ শিশুর আবেগ

১৮. **শিশু ভয় পেলে কার কোলে আশ্রয় নেয়?**
ক বাবার কোলে খ চাচার কোলে
গ মায়ের কোলে ঘ চাচির কোলে

১৯. **শিশুর কান্না করার উদ্দেশ্য হলো—**
i. ক্ষুধার কারণে
ii. অসুবিধার কারণে
iii. সুবিধার কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. **শিশুর কাজের আত্মবিশ্বাস বাড়ে কীভাবে?**
ক মন্দ দিক তুলে ধরলে
খ ভালো দিক তুলে ধরলে
গ সহজ দিক তুলে ধরলে
ঘ কঠিন দিক তুলে ধরলে

২১. **শিশু নিরাপদবোধ করে—**
ক দাদার সান্নিধ্যে
খ দাদির সান্নিধ্যে
গ চাচির সান্নিধ্যে
ঘ মা-বাবার সান্নিধ্যে

২২. **মা-বাবার শিশু প্রতিপালনের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার কারণ হলো—**
ক সুসম্পর্কের অভাব
খ অতিরিক্ত সুসম্পর্ক
গ কুসম্পর্কের অভাব
ঘ সবার সাথে সম্পর্ক থাকলে

২৩. **নবজাতককে মায়ের পেটের কাছে রাখা হয় কেন?**
ক ঠান্ডা রাখতে খ গরম রাখতে
গ উষ্ণ রাখতে ঘ শুষ্ক রাখতে

২৪. **মায়ের দুধ শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?**
ক সুস্থতার জন্য
খ অসুস্থতার জন্য
গ বিকাশ রোধের জন্য
ঘ বর্ধন রোধের জন্য

২৫. **শিশুর জন্য হ্যাঁ বলার অর্থ কী?**
ক শিশু যা চায় তা দেওয়া
খ শিশুকে সবসময় আদর করা
গ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা
ঘ শিশুকে প্রশ্রয় দেওয়া

উত্তরমালা ▸ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	খ	২	গ	৩	গ	৪	খ	৫	খ	৬	ক	৭	গ	৮	গ	৯	খ	১০	গ	১১	ঘ	১২	খ	১৩	গ
১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ		

সময়–২ ঘণ্টা ১০ মিনিট (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন) মান–৫০

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২ × ৫ = ১০

১। কীভাবে শিশু পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচিত হয়?
২। মায়ের সাথে বাবার সহযোগিতা শিশুর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে কীভাবে?
৩। শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো কেন প্রয়োজন?
৪। শালদুধ কী? সংক্ষেপে লেখ।
৫। শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্ক কী ভূমিকা রাখে?
৬। পরিবারে মা বাবার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?
৭। পরিবার ভাঙলে শিশুর উপর কীরূপ প্রভাব পড়ে?

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

যেকোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৪ = ৪০

১। রত্নার তিন বছরের মেয়ে মাহি খুবই চঞ্চল। সারাদিন ছোটাছুটি করে, স্থির হয়ে বসে না। রত্না তাকে দুষ্টামির জন্য প্রায়ই ধমক দেন, বকাবকি করেন। অনেক সময় মাহি মায়ের ভয়ে চুপ করে থাকে। অন্যদিকে, সালমা ও তার স্বামী ইমরান সারাদিন অফিস করে বাসায় এসে তাদের ছোট বাচ্চাটিকে নিজ হাতে খাওয়ায়। ইমরান যতক্ষণ বাসায় থাকে বাচ্চাটার সাথে খেলা করে। রাতের বেলায় বাচ্চাটাকে নিজেদের কাছে নিয়ে ঘুমায়। এতে করে বাচ্চাটি নিরাপদবোধ করে।
ক. নবজাতককালের বয়সসীমা কত? ১
খ. ভারসাম্য রাখতে পারা কোন ধরনের বিকাশ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রত্নার শিশু পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন নীতিটির অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশুটির সুষ্ঠু বিকাশে সালমা ও ইমরানের ভূমিকাটি কি পর্যাপ্ত? সপক্ষে মতামত দাও। ৪

২। অভি দ্বিতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ত্রিশতম হলেও তার মা তাকে বলেন যে, তুমি অনেকের চেয়ে ভালো। চেষ্টা করলে তুমি আরও ভালো করবে। তিনি অভির ছোট ছোট ভুলগুলো সংশোধন করে দেন। ফলে দিন দিন অভির উন্নতি হচ্ছে। এদিকে অভির বাবা অভির কোনো চাওয়াকে না বলেন না। বরং তিনি ইতিবাচকভাবে উত্তর দেন। এতে অভি বাবা-মার প্রতি অত্যন্ত খুশি।
ক. শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচিত হয় কখন? ১
খ. শিশুর প্রথম মল পরিষ্কার হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অভির বাবার মধ্যে শিশু পরিচালনার কোন নীতিটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অভিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলার ক্ষেত্রে তার মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ– এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩।

ক. শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার অন্যতম কাজটি কার? ১
খ. শিশুকে প্রশংসা করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয় ছাড়াও শিশু পরিচালনার আরও নীতি রয়েছে – বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জনাব রব্বানী এবং তার স্ত্রী জমিলা ব্যবসায় ও চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। বরং সন্তানদের অতিরিক্ত শাসনে রাখেন। তাছাড়া তারা দুষ্টুমি করলে জমিলা তাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখেন। জমিলার শাপুড়ি সন্তানদের এভাবে শাসন করতে নিষেধ করেন এবং সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে যথেষ্ট সময়দানের পরামর্শ দেন।
ক. জন্ম অসংগতা কী? ১
খ. কোনটিকে শিশুর প্রথম টিকা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জমিলার এ আচরণ সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশকে বিঘ্নিত করছে– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "শাশুড়ির পরামর্শই পারে জমিলার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে" – এ সম্পর্কে তোমার মতামত উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৫। মিলার মা সবসময় মিলার সাথে খেলেন। এছাড়াও গান, গল্প বলেন। তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যান। পারিবারিক কাজে মিলাকে সাথে নিয়ে যান। তার সামনে সবসময় ভালো আচরণ উপস্থাপন করেন। মিলার মা বলেন, শিশু পরিচালনায় শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করতে পারলেই শিশুর আত্মবিশ্বাস গঠন হবে।
ক. কত বছর বয়স পর্যন্ত মানবদেহে বর্ধন চলে? ১
খ. বংশগতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিলার মা মিলার সাথে কী রকম আচরণ উপস্থাপন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মিলার মায়ের উক্তিটি আলোচনা কর। ৪

৬। মিসেস শবনম সম্প্রতি পুত্র সন্তানের মা হয়েছেন। সন্তানের সুস্থতার জন্য তিনি সন্তানকে বুকের দুধ পান করান। এতে মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আর এভাবেই মা ও শিশুর মধ্যে বন্ধনপ্রক্রিয়া শুরু হয়।
ক. মিকোনিয়াম কী? ১
খ. শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মিসেস শবনম কীভাবে তার সন্তানের রোগ প্রতিরোধক শক্তি তৈরিতে সাহায্য করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়াও মিসেস শবনম তার সন্তানের সাথে আরও কী কী প্রক্রিয়ায় বন্ধন দৃঢ় করতে পারবেন– বর্ণনা কর। ৪

৭। একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার ওজন যা থাকে পরবর্তীতে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার পরিবর্তন হয়। এভাবে শুধু ওজনই নয়, তার দৈর্ঘ্য, আকার, পরিপক্কতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সার্বিক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনগুলো বর্ধন ও বিকাশ নামে পরিচিত। শৈশবে মা-বাবা শিশুকে যত বেশি অনুকূল পরিবেশ দেবেন, শিশুর এ পরিবর্তনগুলো ততই স্বাভাবিকভাবে ঘটবে। শিশুর সঠিক বর্ধন ও বিকাশের জন্য প্রথম পাঁচটি বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়।
ক. মাতৃগর্ভের তাপমাত্রা কত ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকে? ১
খ. শিশুর আবেগীয় বিকাশ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শিশুর সঠিক বর্ধন ও বিকাশে বাবা-মায়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরসূত্র ▸ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১ ▸ ১৭০ পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৩ ▸ ১৭৪ পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৫ ▸ ১৭৪ পৃষ্ঠার ১১ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৭ ▸ ১৭৫ পৃষ্ঠার ২২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ ১৭৪ পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৪ ▸ ১৭৪ পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৬ ▸ ১৭৪ পৃষ্ঠার ১০ নং প্রশ্ন ও উত্তর

উত্তরসূত্র ▸ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▸ ১৮০ পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৩ ▸ ১৮০ পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৫ ▸ ১৮৪ পৃষ্ঠার ১০ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৭ ▸ ১৮৭ পৃষ্ঠার ১৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ ১৮১ পৃষ্ঠার ৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৪ ▸ ১৮২ পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৬ ▸ ১৮৫ পৃষ্ঠার ১১ নং প্রশ্ন ও উত্তর